হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক :—
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম আট আনা
প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৬

ফাইন আর্ট প্রেস (৬৯, বিডন ষ্ট্রীট) হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি

সেদিন সকাল হতে না হতেই, সদরে কে কড়া নাড়তে সুরু করেছে। ভারি খটাখট্ লাগিয়েছে তখন থেকে।

অনেকক্ষণ অম্লানবদনে সুরমাধুরি উপভোগের পর, হর্ষবর্দ্ধন বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কপালে রেখা দিয়েছে। গোবর্দ্ধনকে তিনি আদেশ করেছেন অবশেষে—

"ছাখ্ তো রে! কার এমন কড়া আওয়াজ্! দ্যাখ্ তো একবার।"

দাদার হুকুমের ওয়াস্তাই ছিল গোব্‌রার। নীচে ছুটে গিয়ে তক্ষুনি সে ফিরে এসেছে রুদ্ধ-নিশ্বাসে—

"শাল বেচ্‌তে এসেছে একজন!"

"বটে?" শুনেই গুম্ হয়ে গেছেন হর্ষবর্দ্ধন!

"ডাক্‌ব তাকে?" দাদার উচ্চবাচ্যের অপেক্ষা গোব্‌রার।

"ডাকবি? পাগল! ভাগিয়ে দে, এক্ষুনি ভাগিয়ে দে!" হর্ষবর্দ্ধন ঠিক হৃষ্ট হতে পারেন নি।

"আক্কেল দ্যাখো মানুষের! কামারশালে এসেছে ছুঁচ বেচ্‌তে! ছুঁচ বিক্রির জায়গা পায়নি আর! বলে আমাদেরই কতো শালের জঙ্গল কেটে আমরা উড়িয়ে দিলাম, কত শালগাছ উই ধরে' খেয়েই গেল অম্‌নি,—বিনা পয়সাতেই খেয়ে গেল! গাছকে-গাছ, বেবাক্, মুফৎ! উড়ে এসে জুড়ে বসে উড়িয়ে ফতুর করে গেল! আর আমরা কিনা কিন্‌তে যাবো শাল! আচ্ছা উজবুক্ তো এই সব কলকাত্তাই লোকগুলো!"

স্বুচ্চ স্বরে চিন্তা কর্‌তে সুরু করেছেন তিনি।

"সে গেছো-শাল নয়রে দাদা!" গোব্‌রা প্রতিবাদ না করে' পারেনি—"মাথায় করে বেচ্‌তে এনেছে বল্‌ছি!—"

"আহা, গেছো-শাল না হোক, কেঠো-শাল! ও একই কথা! শালগাছকেই চ্যালা করে' তক্তা বানিয়ে শাল কাঠ হয়! না তো কি আকাশ থেকে পড়ে? ও আর এমন কি হাতী ঘোড়া যে পয়সা খসিয়ে কিন্‌তে হবে?"

"সে-শাল নয়, সেদিক দিয়েই নয়!" গোবরা এবার আরো বিস্তারিত করে—"শালের কাপড় নিয়ে এসেছে বেচতে!"

"য়্যাঁ?"

এতক্ষণ শালগাছের উচ্চতায় বিরাজ কর্‌ছিলেন, সেখান থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধনের বাক্‌শক্তি লোপ পায়!

"শালের কাপড়! বলে কি এ!" অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন আবার—"পাটের কাপড়ই তো হয়

শুনেছি! পাটের নাকি গাছও আছে শোনা গেছে। কিন্তু—শাল কাঠ থেকে কাপড়! য়্যাঁ? বিজ্ঞানের বাহাদুরী আছে বলতে হবে! কালে কালে হোলো কি!"

সুপরিচিত শালগাছের অশ্রুতপূর্ব্ব কীর্ত্তি কিম্বা আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত মহিমা, কি যে তাঁকে বেশী বিচলিত করে বলা যায় না।

কলকাতার সম্বন্ধে ক্রমশই তাঁর আশঙ্কা হতে থাকে। তাঁর ভাবনা হয়, এখানকার ভয়াবহ বৈজ্ঞানিকেরা, কোনদিন হাতে বাগে পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে গোব্রার থেকেই না সুতো বার করে' বসে,—এবং সুতো বানাতে পারলে, তখন তাঁতে ফেলে মাকু ঠেলে, তস্য ভ্রাতাকে কাপড় বানিয়ে ফেলতে কতক্ষণ? সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সাড়ে তিন হাতের এক ভাইকে, একমাত্র ভাইকে; আর বাড়ী ফিরে গেলেন এক জোড়া দশ হাতি কাপড় নিয়ে। না হয়, টেনে টুনে, সাড়ে তিন জোড়া কাপড়ই হয়ত হোলো, তাতেও এমন বিশেষ কিছু সান্ত্বনা তিনি পান না, তেমন লোভনীয় বলেও মনে হয় না তাঁর। এমন মারাত্মক লাভে আদপেই তাঁর উৎসাহ নেই!

"বলছে ভালো ভালো শাল-দোশালা আছে। ডেকে আনব ওপরে?"

গোবরা তাঁর দুশ্চিন্তায় বাধা দিয়েছে।

"আনবি? আনা কি উচিৎ হবে?" ভাইয়ের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, কৌতূহল তিনি দমন করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু

গোব্‌রাকে মরীয়া হতে দেখে, তিনি আর অটল থাকতে পারেন না, অনুমতি দিয়েই ফ্যালেন।

"কিন্তু এই সব বদ্‌ লোকের সঙ্গে বেশী মিশিস্‌নে যেন। এরা বৈজ্ঞানিকেরা বড় সুবিধের নয়। ভয়ঙ্কর লোক সব! ভাব করিস্‌নে এদের সঙ্গে। কদাপি না।"

"আমার বয়েই গেছে ভাব করতে!" বলে' সবেগে চলে যায় গোবরা।

প্রকাণ্ড একটা বস্তাবাহীকে আনুষঙ্গিক করে' যে-ব্যক্তিটি উপরে এসে উপনীত হয়, বৈজ্ঞানিক কিনা সঠিক বলা যায় না, তবে ফেরিওয়ালা বলেই তাকে হর্ষবর্দ্ধনের বেশী সন্দেহ হতে থাকে।

তবে সন্দেহ তাঁর বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গেই, শাল-দোশালার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়—চোখের মিলন—হবামাত্রই নিঃশেষে তা মিলিয়ে যায়। শাল কাঠের কাপড় দেখে তিনি তো একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন! যাদের তাঁরা এতদিন চিলিয়ে-চিরে হদ্দমুদ্দ তক্তাই কেবল বানাতে পেরেছেন, তথাপি তারা প্রায় শক্তই থেকে গেছে, বল্‌তে গেলে; সেই নিতান্ত অপদার্থদেরই কি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কৌশলে যে এমন চমৎকার, এরূপ চোস্ত আর এহেন মোলায়েম জিনিষে পরিণত করা হয়েছে তা তাঁর ধারণারও অতীত। আবার রঙের বাহারই বা কত! হর্ষবর্দ্ধন দু চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছেন—এ বলে আমি দেখি, ও বলে আমি দেখি! একদম্‌ মশগুল্‌ হয়ে গেছেন এক নিশ্বাসে,

বহুকাল ধরে—বাঃ—ছাড়া আর কোনো বাক্যই বেরয়নি তাঁর।

গোবর্দ্ধনের জিজ্ঞাসার জবাবে শালওয়ালা দামের আন্দাজ জানিয়েছে।



হর্ষবর্দ্ধন দু'চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছেন

"বটে? পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশো টাকা? তা হবে বই কি,—" দম নিয়ে বলেছেন হর্ষবর্দ্ধন - "দামী একটু হবে বই কি। শালগাছ তো আর সস্তা নয়, আর কটা গাছে একটা কাপড় হয় কে জানে! পাঁচশো টাকা আর বেশী কি এমন?"

"পাঁচ টাকার গুলো বোধ হয় শালপাতার তৈরী, কি বলো দাদা?" গোবর্দ্ধনও বেদম বিস্ময়াপন্ন।

"তা নইলে কি অত সুবিধেয় দিতে পারে কখনো? আমরা কিন্তু দামীটাই কিনব। বের কর তো বাপু দুখানা পাঁচশো টাকার। পাঁচশো টাকারই দাও, কি করবে, ওর চেয়ে বেশী দামের যখন নেই তোমার আর।"

"হাজার টাকা দামের নেই?" গোব্‌রা অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছে।

শালওয়ালা তৎক্ষণাৎ দুটো দু-হাজারী শাল সৃষ্টি করে' বসেছে, শ্রীমতী ভানুমতীর অনুমতি নিয়ে। লোক চিন্‌তে তাদের দেরী হয় না। এবং ভানুমতীর ভেল্‌কিতে কী-না হয়?

"হাজার কেন বাবু, দু-হাজার টাকা দামেরও বড়িয়া বড়িয়া মাল আমার আছে। আমার কাছেই আছে।" সুবর্ণ-সুযোগকে সাগ্রহে সে গ্রহণ করেছে। "আপনাদের মতো আমীর লোকের জন্য তো সে সব উম্‌দা চীজ্‌ বাবু!"

"আছে? বটে? এতক্ষণ বলোনি কেন তবে? দাও দাও, তাহলে দু-হাজার টাকারই দুখানা দাও।"

হাত বাড়িয়ে হর্ষবর্দ্ধন ওদের অভ্যর্থনা করেছেন। অভ্যুদয় হওয়া মাত্র, মহাসমারোহেই।

"বাঃ বাঃ! এ তো আমাদেরই জিনিষ! আমাদেরই শালগাছের। আমাদেরই বুনো আত্মীয় বল্‌তে গেলে! জংলা বন্ধু আমাদের! কেবল কপালের ফেরে কলকাতায় এসে বৈজ্ঞানিকের পাল্লায় পড়েই এই দুর্দ্দশা না!—"

"দুর্দ্দশা কেন?" শালের জবানী গোব্‌রা আপত্তি জানায়—

"কেন, ভালোই তো করেছে বৈজ্ঞানিকে! চেহারাই ফিরিয়ে দিয়েছে এদের। আর কি করবে?"

"কিন্তু পরমায়ু কমিয়ে দিয়েছে কতো! সেটা তো দেখছিস্‌নে। পরমায়ুই হোলো আসল জিনিষ। বেঁচে থাকা নিয়ে কথা!"

"কেন পরমায়ু কম্‌ল কোথায়?" গোবরা জিগ্যেস করেছে বিস্মিত হয়ে—"এতো পরমান্ন নয় যে কমে যাবে? খাবার জিনিষ নয় তো এ! কি যে বলো তুমি! শালকাঠ তো মুখেই তোলা যায় না, দাঁত বসানো দূরে থাক্! দাঁত কেন, হাড় ভাঙারই ব্যাপার—যদি মুখে তুল্‌তে গিয়ে ভুলে পিঠে তুলে বসো! আর—আর এই শাল কাঠের কাপড়ই কি চিবুনো যাবে? তবে কমাবে কে একে?"

"আচ্ছা হাঁদা তুই! যাকে বলে এক নম্বরের!" হর্ষবর্দ্ধনের সারা মুখ এফোঁড়-ওফোঁড় করে' বিরক্তির ঝলক্ খেলে গেছে। "একটা শালগাছ বাঁচে কদ্দিন, শুনি? মানে যদি শক্রুর কবলে পড়ে' বেঘোরে না মারা যায়। তাহলে কদ্দিন তার পরমায়ু বল্ দেখি?"

তাঁর প্রশ্নবাণ সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যাকে বলে শাণিত প্রশ্নবাণ! গোব্‌রার মর্ম্মভেদের মৎলবে।

"শালগাছের আবার শক্র কে দাদা?" গোব্‌রার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়! "বাঁদরদের বলছ তুমি?"

"বাঁদর কেন, বাঁদর কেন হতে যাবে?" এবার হর্ষবর্দ্ধনকেও

অবাক্ করে' দিয়েছে—"আমরা কি বাঁদর ? বাঁদর কি আমরা ?"

"শালগাছের শত্রু বল্‌ছ কিনা !" গোব্‌রা আম্‌তা-আম্‌তা করে। সমস্যার কোনো থই পায় না।

"শত্রুই তো বল্‌ছি !—" হর্ষবর্দ্ধন সরল বাংলায় তরল করে' দ্যান্—"শালের শত্রু উই ! দিশী উই আর বিলিতি উই ! বুঝলি কিছু ?"

"কিচ্ছু না।" গোবর্দ্ধন ঘাড় নাড়ে। তথাপি।

"বুঝবি কি করে' ? মাথায় কিছু থাকলে তো বুঝবি ! দিশী উই হোলো উই পোকা ! উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার্ !—পড়িস্‌নি পদ্যপাঠে ? সেই উই হোলো গিয়ে এক নম্বর। আর দু নম্বর হলাম আমরা।"

"আমরা ? আমরা—আমরা কি উই পোকা ? আমরাও ?" গোবরার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

"আহা, আমরা পোকা হবো কেন ? আমরা হচ্ছি বিলিতি উই। ডবলিউয়ের পিঠে ই বসিয়ে যে we হয়, তাই ! আমরাই তো ! আমাদের দিশীরা কুরে কুরে খেয়ে বেমালুম সাবাড় করে,—স্বদেশীদের কাণ্ডই আলাদা ! আর আমরা বিলিতিরা কেটে কুটে তক্তা বানিয়ে কাবার করে' দিই ! আমরাই কি কম শত্রু ?"

"তা বটে, তা বটে !" এতক্ষণে গোবরার বোধগম্য হয়। আনন্দও হয় সেই সঙ্গে : "আমরাও শত্রু বটে ! হ্যাঁ !"

"তাই বলছিলাম, যদি দুষ্মণের হাতে না পড়ে তাহলে একটা শালগাছ বাঁচে কদ্দিন ? কেউ তার হিসেব করতে পারে ?"

"মারা-পড়া শালগাছও কি বেঁচে থাকে না বলতে চাও



ভাবছে—আর কেন ? অন্ততঃ আজ আর কেন ?

তুমি ?—" গোবরা নিজের গবেষণা চালায় এবার ; দাদার থেকে এক পা-ও পিছিয়ে থাকবার ছেলে নয় সে। "এতো আর মানুষের মড়া নয় যে দুদিনে পচে উঠবে ? একটা শাল

কাঠের আস্‌বাব্‌ই কি কম টেকে? পুরুষানুক্রমেই তো টিকে থাকে! জন্মজন্মান্তরই তো ভোগদখল করা যায়! যায় নাকি?"

ভাইয়ের আবিষ্কারে হর্ষবর্দ্ধন একটু ভাবিত হন্—গোবর্দ্ধনের প্রতিভা যেন বিস্ময়ের চিহ্নরূপে, তাঁর সম্মুখে প্রতিভাত হয়।

"নাঃ, শাল গাছের মৃত্যু নেই—!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশেষ করে গোবরা।

"তা যা বলেছিস্!—" ভাইয়ের কথায় সায় দিয়েই সুরু করতে হয় দাদাকে—"কিন্তু তাও বলি! কাপড় হয়ে এসব বাঁচবে কদ্দিন? একবার ছিঁড়লেই হোলো! শাল গাছের শ্যাক্‌ড়া তখন! হায় হায়!"

আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় হর্ষবর্দ্ধন কাতর হয়ে পড়েন। প্রায় কাৎ হয়ে পড়েন, দারুণ শোকে, বল্‌তে গেলে।

"তা হোক্ গে!" গোবর্দ্ধন দাদার দুঃখে সান্ত্বনা দ্যায়—"বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরি আছে! জংলী জানোয়ারকে একেবারে সভ্য বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর কি করবে?"

দুহাজার টাকা দক্ষিণা নিয়ে, দুখানা আলোয়ান গছিয়ে শালওয়ালা যত শীঘ্র পেরেছে পিট্‌টান্ দিয়েছে, ফিরেও তাকাতে ভরসা পায়নি। যদি আবার পুনর্গছিত হয়ে যায়! প্রায় দেড় মাইল্ পেরিয়ে তবে সে ফের শাল-দোশালার হাঁক্ ছেড়েছে। ছেড়েই ভেবেছে, আর কেন? অন্ততঃ আজ আর কেন?

বাণিজ্যের 'পরিস্থিতি' বিবেচনা করে হাঁক্ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে সে—আজকের মতো।

দু হাজার টাকায় হাল্কা হয়ে হর্ষবর্দ্ধনরা কিন্তু দুঃখিত নন্। না, একেবারেই বিমর্ষ নন্ তাঁরা। বরং অপরিচিত বৈজ্ঞানিক অনাহুত বাড়ী বয়ে এসে অযাচিত ভাবে শাল দান করে গেছে, (হোক্ না কেন কাঞ্চন-মূল্যের বিনিময়ে, তাতেই কি? তাই বা করে কজন?) এই ভেবেই তাঁদের অন্তর সকৃতজ্ঞ হয়ে আছে তখন থেকে। তাঁদের অমূল্য কাঠ যে কোনদিন নিজেদের গায়ে উঠবে, (অন্তিমে দেহ-রক্ষার পূর্ব্বে) এবং গায়ে উঠবে এত হাল্কা হয়ে, মোলায়েম হয়ে, এবং বেমালুম হয়ে একথা কোনোদিন তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন নি! এযেন রূপ কথার অপরূপ ব্যাপার! শাল গাছ ভেঙে গায়ে পড়তে পারে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়েছে আগে, ঘুমের ঘোরেও তার মড়মড়ানি শুনে শিউরে উঠেছেন, বুকের ধড়ফড়ানি থামতে চায়নি, সেই শাল যে একদা এতখানি গায়ে-পড়া হবে, কেবল গায়ে-পড়া নয়, হামেসা গলাগলি হয়ে মেলামেশা করবে, ভাবতেই পারেন নি কখনো। সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তু, সম্বন্ধীর চেয়েও মধুরতর সম্বন্ধে, নিকটতর সম্পর্কে, অনিষ্টহীন ঘনিষ্টতায়, সম্প্রতি তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। বিজড়িত এবং ওতোপ্রোতো। শালের গর্ব্বে ক্রমশঃ তাঁরা বিশালতর হতে থাকেন।

"কী আশ্চর্য্য কাণ্ড দ্যাখ্, গোবরা!" হর্ষবর্দ্ধনের বিস্ময়-

বিস্ফারিত কণ্ঠ — "এরা — এই বৈজ্ঞানিকেরা ভেল্‌কি জানে নিশ্চয় !"

"বাস্তবিক দাদা !" গোবর্দ্ধন প্রতিধ্বনি করে।

"অমন যে গুরু-গম্ভীর শাল কাঠ, যাকে চিলিয়ে বড় জোর চ্যালাই বানানো যায়—গুরু থেকে চ্যালা দাঁড়াবে সে আর আশ্চর্য্য কি ! অমন তো কতই দাঁড়ায় !"

ব্যাখানা এবং ব্যাখ্যা একসঙ্গে চালান্ হর্ষবর্দ্ধন।

গোবর্দ্ধন কিন্তু প্রতিবাদ করে—"সেই চ্যালারই এক ঘা খেয়ে দ্যাখোনা ! গুরুতর কাণ্ড। চালার আবার গুরুত্বে উপস্থিত হতে দেরি লাগে না দাদা !"

"আমি কি বল্‌ছি 'না' ? —"হর্ষবর্দ্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—বেশ ঈষদুষ্ণই হন : "তুই ভারি কথার ওপর কথা কোস্ গোব্‌রা ! গুরু কি চ্যালা, কি যে ভেবেছিস্ নিজেকে কে জানে !"

হর্ষবর্দ্ধন গুম্ হয়ে যান, কথাই বলেন না আর। স্পীক্‌টিনট্ !

"বাসরে ! আমি আবার কথা বল্লাম কখন ? তোমার কথার পর আমি কথা বল্‌তে পারি কখনো ?"

গোবর্দ্ধন মিটিয়ে ফেল্‌তেই চায়। সন্ধি করার তার অভিসন্ধি। একখানি হর্ষের মাথায় আবার হঠাৎ বিষাদের আমদানি করে দুর্য্যোধনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তার বাঞ্ছনীয় নয়। একেবারে দফারফা হওয়ার চেয়ে, কেবল রফা হওয়াই সে ভালো মনে করে। (সর্ব্বনাশ দেখলে পণ্ডিতরাও অর্দ্ধেক ত্যাগ করে' ফ্যালেন। এবং পণ্ড করার চেয়ে, গোবরার মতে,

পণ্ডিতদের নকল করা মন্দ কি ? যদি তাতে ধকল কমে ?)

"বলিস্‌নি তো ?" হর্ষবর্দ্ধনের জেরা চলে—"ঠিক বলছিস্‌ বলিস্‌নি ?"

"না।" গোবরার সাফ্‌ অস্বীকার। "কক্ষনো না"



যত প্রাণ চায় পরিত্যাগ করুক, কেয়ারই করিনে !

"তাহলে আমার কাণের ভ্রম ! ভুল শুনেছি !—" হর্ষবর্দ্ধন আবার হাসি-খুসির সদ্য-প্রকাশিত সংস্করণ হয়ে যান্‌—"আমি বলছিলাম যে নিশ্চয় যাদু জানে এই বৈজ্ঞানিকেরা। এদের

অসাধ্য নেই! কি শাল থেকে কি শাল বানিয়েছে বাবা!"

পিতৃ সম্বোধনের পর, পুনরায় তিনি শালের প্রশংসায় উন্মুখর হয়ে পড়েন। আনন্দের আতিশয্যে তখনই প্রস্তাব করে' বসেন—"চল্ গোবরা, গায়ে জড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—চল্। দেখানো যাক্ সবাইকে।"

এবং পরমুহূর্ত্তেই পরস্পরকে হস্তগত করে' আস্তানা ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়।

কিন্তু অঙ্গে শালের ঠাঁই দিয়েও, উঁচু নজর যদি নাই থাকে, দুঃখের কারণ প্রায়ই ঘটে। যেতে যেতে অকস্মাৎ হর্ষবর্দ্ধনের মনে হয়েছে, কি যেন পড়ল অন্তরীক্ষ থেকে—নিতান্ত ঘাড়ের কাছটাতেই। তিনি ঘাড় কাৎ করে দেখেছেন, তারপরে আকাশে দৃকপাৎ করে দেখেছেন, না, তাঁর সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়!—

বিরক্তি-ব্যঞ্জক একমাত্র ধ্বনি বেরিয়েছে তাঁর মুখ দিয়ে—"ছ্যা!" একমাত্রা ধ্বনি কেবল!

গোবর্দ্ধন দাদার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শুনেছে, এবং তাঁর অদূর-দৃষ্টির অনুসরণ করেছে, তারপরে প্রতিধ্বনি না করেই, শালকে গা থেকে খুলে পুঁটুলি-প্রমাণ বানিয়ে, নিজের বগলের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে—বিনাবাক্যব্যয়ে।

পরমাত্মীয়কে গৃহচ্যুত করে' বিদেশে নির্ব্বাসন দেবার বেদনা সে অনুভব করছে তারপর থেকে।

"বগলদাবাই করে করবি কি? তাতেই কি রক্ষে পাবি? ওতেই কি জব্দ করতে পারবি ওদের?" হর্ষবর্দ্ধন বলেছেন—

"ও কি আর একটা দাবাই হোলো? ওরা উড়ছে আকাশে আর ছাড়ছে এন্তার! এন্তারই ছাড়ছে—অনিবার্য্যরূপে! সুযোগ পেলেই, মানুষ দেখলেই ছাড়ছে। হরদমই ছেড়ে দিচ্ছে! যত খুসি ওদের—তোয়াক্কাও করে না তোর!"

"তবু যতটা সম্ভব।" গোবর্দ্ধন জবাব দিয়েছে—"সাবধানের বিনাশ নেই, জানতো?"

"তাহলে কি কেবল শাল ত্যাগ করলেই কুলোবে?" হর্ষবর্দ্ধন আরো ফর্দ্দ বের করেছেন—"তাহলে দেহত্যাগও করতে হবে তোকে।"

গোবর্দ্ধন কি বল্বে? শালত্যাগ করেই সে দেহত্যাগের দুঃখলাভ করেছে, প্রায় সেই জাতীয় যাতনাই হচ্ছে ওর তখন থেকে। সে দুঃখ কী দুর্ব্বিষহ কে বল্বে? সশরীরে দেহত্যাগের সৌভাগ্য কজনের হয়েছে?

"আমি এই শাল গায়েই চল্লাম। থোরাই তোর জানোয়ার-দের পরোয়া করি আমি। যতই উড়ন্ত হোক আর দুরন্ত হোক! যত প্রাণ চায় পরিত্যাগ করুক। কেয়ারই করিনে।"

নষ্ট-লাঙ্গুল শেয়ালের মতোই হর্ষবর্দ্ধন কণ্ঠহীন—বেবাক্ বেপরোয়া একদম্!

শালব্যাপৃত হর্ষবর্দ্ধন বীরপদ-বিক্ষেপে গট্‌মট্ করে' চলেছেন। আস্তে আস্তে ওঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে—নিরবচ্ছিন্ন হাসি। "বাস্তবিক, আশ্চর্য্য! ভাবলে অবাক্ হতে হয়!" বলেছেন উনি ধীরে ধীরে,—হাসিকে না সাম্‌লেই।

"ভাবতে গেলে তাক্ লাগে, সত্যি!" পুনরপি বলেছেন তিনি। সহাস্যতার সঙ্গেই।

কিন্তু ভায়ের শূন্য-দৃষ্টি সম্পূর্ণ রূপে সজাগ হয়ে উঠতে না উঠতেই একটি শব্দভেদী প্রশ্নবাণ বর্ষিত হয়ে গেছে তাঁর।

"আরে গোব্‌রা, ইস্কুলে আমরা কি পড়তাম্‌রে? সেই যে রে—"

"ক খ গ ঘ?" কিছু না ভেবেই বলে' ফেলেছে গোব্‌রা।

"ক খ গ ঘ? ক খ গ ঘ পড়তাম্?" হর্ষবর্দ্ধনের রাগ হয়ে গেছে হঠাৎ—"সে তুই পড়্‌তিস, ক্যাব্‌লা-চৈতন! মুখ্যু কোথাকার! কক্ষনো আমি পড়িনি ক খ গ ঘ, মায়ের পেটেও না, পেট থেকে পড়েও না—কস্মিন্‌কালেও না। তোর মতো আকাট্‌রাই কেবল পড়ে ক খ গ ঘ—তা ইস্কুলেই কি আর কলেজেই কি! চিরকালই পড়ে, সারা জন্ম ধরেই পড়ে।"

দাদার আকস্মিক দাব্‌ড়িতে ঘাব্‌ড়ে গেছে গোবরা, কিন্তু ক খ গ ঘ ছাড়া আর কী যে তারা এ-জীবনে পড়েছে,—অবশ্য গাছ থেকে, খাট্ থেকে এবং রাস্তায় চিৎপাৎ হয়ে, এ সব পড়া বাদে,—কিছুই তার সদ্য সদ্য মনে পড়তে চায় না।

"আহা ক খ গ ঘ কেন?" গোব্‌রার অসহায় অবস্থা দেখে হর্ষবর্দ্ধন নরম হয়ে এসেছেন—"সেই যে এ বি সি ডি—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! এ বি সি ডি!" উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে গোবরা। "এ বি সি ডি-ও পড়েছি বই কি, ফাসটো বুকেই পড়েছি। তা ছাড়া, আরও, বি-এল্-এ ব্লে, বি-এল্-ই ব্লি—"

"থাম্ থাম্! আর বিদ্যেয় কাজ নেই।" হর্ষবর্দ্ধন ভারী বিরক্ত হয়েছেন—"সে এ-বি-সি-ডি-র কথা কে বলেছে তোকে!



"পঁচিশবার করে' কাচবে প্রত্যেকখানা—বুঝেচ?"

সে এ-বি-সি-ডি নয়, সেই যে লেট্ এ-বি-সি বি এ টৈরংগল্—আহা সেই যে, সেই এ বি সি ডি, গোল-গোল চৌকো-চৌকো

নানান্ চেহারার দাগ-কাটা ছবি-আঁকা? আহা, সেই যে মেঠো জমির নক্সার মতো, তার গায়ে-গায়ে, চার ধারে দু-চারটে করে বসিয়ে-দেওয়া এঁটে-দেওয়া এ-বি-সি-ডি-রে?···আহা, সেই যে যার ভয়ে ইস্কুল ছাড়তে হোলো, কেঁদে ককিয়ে পালিয়ে আসতে হোলো আমাদের? মনে পড়ছে না তোর?”

গোবরার স্মরণ-পথে এ-বি-সি-ডি-র পুনরুদয়ের জন্য হর্ষবর্দ্ধন প্রাণপণ প্রয়াস করেছেন। কিন্তু বৃথাই সব!

গোবরা বেচারা আরো বেশী গোলে পড়েছে। ফাস্‌টোবুকের না, সে আবার কোন্ এ-বি সি ডি রে বাবা? ইস্কুল থেকে বেরিয়ে, এ-জীবনে আবার এহেন মুস্কিলে পড়তে হবে, জান্‌ত কে! পঠদ্দশা থেকে এত দূরে এসে, পাঠশালার এত সুদূর এবং নিরাপদ ব্যবধানে থেকেও গোবরার আবার হৃৎকম্প হতে থাকে, এতদিন পরে। দাদার স্থলে গুরুমশায়কে দেখে হঠাৎ সে হাঁদা হয়ে যায়, হাল ছেড়ে দিয়ে অগাধ জলে গিয়ে নাজেহাল্ হয়ে পড়ে।

“কেন ইস্কুল পালাতিস্ তাও মনে পড়ছে না তোর?” দাদার জেরা কিন্তু সজোরেই চলেছে।

“না তো!” ম্লানমুখে বলেছে গোব্‌রা।‘ ‘একদম্ না!”

পালাতো বটে, কিন্তু কেন যে ইস্কুল পালাতো, কিছুই স্পষ্ট মনে নেই ওর। সে কি মারের ভয়, না মাষ্টারের আতঙ্ক, কিম্বা, এ-বি-সি-ডিরই বিভীষিকা, সে তথ্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একসঙ্গে তার স্মরণ-গর্ভে বেমালুম্ তলিয়ে রয়েছে এখন। বিনা-টুঁ-শব্দেই রয়েছে।

"জিনিষটা অঙ্কের মাষ্টারেরই কের্দ্দানি বেশ মনে পড়ছে আমার—" হঠাৎ হর্ষবর্দ্ধনের স্মৃতিপথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—"লেট্ এ বি সি ডি বি এ ট্রৈয়াংগেল্—এবং লেট্— ? লেট্ আরেকটা চৌকো ট্যারাংগোলকে তার ঘাড়ে চাপাতে হবে, সেই আগেকার চৌকস্ এ বি সি ডির ঘাড়ে, বুঝেছিস্ ?"

"কেন, চাপিয়ে হবে কি ?" গোব্‌রা বিস্মিত হয়েছে—"লাভ কি তাতে ?"

"সেই তো বলে কে ! আঁকের মাষ্টারের পাকামি ! তা—তাছাড়া আর কি ! আমার তো ভয়ানক স্মৃতিশক্তি, কিন্তু, ভালো কি মনে পড়ছে ছাই ?—" গোবরাকে শিক্ষাদানে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছেন—"চাপাচ্ছিল বোধ হয়, দুটো দুষ্টু ট্রৈয়াংগেল্‌কে ঘাড় ধরে' মিলিয়ে দেবার মৎলবে।"

"কি হবে মিলিয়ে ?" গোবরা অনিচ্ছুকদের মিলনের পক্ষপাতী নয়।

"হবে কাঁচকলা ! সেই আঁকের মাষ্টারের মাথার পোকা ছাড়া কিছু না !" উদার মন্তব্য-প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি দাদার—"যাক্‌গে, সে সব ভারী শক্ত—বেজায় গোলমেলে ব্যাপার ! কিন্তু সে তো না, তিনটে বই ছিল না অঙ্কের ? তারই মধ্যে একটা, আমার বেশ মনে পড়ছে এখন। সব চেয়ে শক্তটা, বুঝ্‌লি ? বোধ হয় য়্যাল্‌মে ট্রি ? য়্যাল্‌মে ট্রিই কি ?"

তিনি সন্দেহভরে ঘাড় নেড়েছেন : "উঁহু। তবে বোধ হয় জিওজেব্রা ? উঁঃ ! তবে কি, তবে কি এরিথমেটিক্ ?...উঁহু,

তাও তো না।'' হর্ষবর্দ্ধন একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে পড়েছেন।

''য়্যাল্‌জেব্রা বলে' ছিল যেন একটা।" গোব্‌রা সংশয় প্রকাশ করেছে। "য়্যাল্‌জেব্রা, না, অল্‌জেব্রা—এই রকম যেন!" নিদারুণ মাথা নড়েছে তার—"হ্যাঁ, অল্‌জেব্রাই হবে।" বলেছে সে অবশেষে।

"তোর মুণ্ডু! তোর গুষ্ঠির পিণ্ডি!" হর্ষবর্দ্ধন হৈ চৈ করে' উঠেছেন—"তোরা আস্ত গাধা সব! অল্ গর্দ্দভ। আঁকের গায়ে কিছু ডোরা ডোরা দাগ থাকে না যে জেব্রা হতে যাবে? আঁক কিছু চিতে বাঘ না?"

"না? তুমি ঠিক জানো?" গোব্‌রাও গরম হয়েছে এবার—"তবে পালাতে গেছলে কেন আঁক দেখে? শুনি? কে বলেছিল ইস্কুল ছাড়তে?" ভাপ্‌ বেরতে থাকে তার—"হ্যাঁ, বাঘ নয়! নয় আবার! বাঘের চেয়ে কম নাকি কিছু? বাপ্‌!"

"হয়েছে, হয়েছে! পেয়েছি, পেয়ে গেছি!" ভাবতে ভাবতে উদ্ভাবনা হয়ে গেছে দাদার—"মনে পড়েছে আমার। এরিথমেটিক্‌ না, উঁহু, সে হোলো আলাদা, কথাটা হচ্ছে, জিওমেটিক্‌। জিওমেটিক!" আনন্দে দাঁতের সম্পূর্ণ তালিকা বেরিয়ে পড়েছে তাঁর।

"জিওমেটিক তো কি হয়েছে?" তবু রাগ পড়ে না গোব্‌রার। "জিওমেটিকের সঙ্গে কি আছে আমাদের? কিসের সম্পর্ক?"

দাদার আবিষ্কারকে সে অগ্রাহ্য করে' দিয়েছে। "শাল নিয়ে কথা, কি হবে আমাদের জিওমেটিকে ? দূর্ দূর্ !" দাদার অত বড়ো প্রেরণাকে সে আমলই, দিতে চায়নি, দূরীভূত করে' উড়িয়ে দিয়েছে এক নিশ্বাসে।

"আহা, আমাদের কেন ? আমাদের কী সম্বন্ধ ! কাকেদের কথাই তো বল্‌ছি। কি অদ্ভুত ওদের ঐ জিওমেটিকের জ্ঞান ! আশ্চর্য্যি বল্‌তে হবে। তুমি চল্‌ছ রাস্তায়, বেশ সবেগেই চলেছ, আর তারা উড়ছে আকাশে, যেমন উড়তে হয় ! দুজনের কেউই কিছু আস্তে হাঁটছো না ? অথচ কি ওদের জিওমেটিকের জ্ঞান ভাই ! অতখানি ফাঁকায় কি করে' যে রাইট্ এংগল্ ঠিক করে কে জানে, উড়তে উড়তে—হাঁ, থেমে-দাঁড়িয়ে নয়, উড়তে উড়তেই—ঠিক ফেলে দেবে তোমার মাথায়। মাথায়, কি গায়ে, কি শালে, কি জামায়, মোটের উপর, তোমারই আগাপাশতলার কোথাও !"

নাতিদীর্ঘ নিশ্বাস পড়েছে তাঁর—"আমি তো কদ্দিন থেকেই দেখছি, আজকের তো নই আমি ! কত বারই তো এ-জীবনে পড়লাম্ ওদের পাল্লায়, কিন্তু দেখেছি, কখনো ওদের তাক্‌নি ভুল হয় না, কক্ষনো ডাইনে বাঁয়ে যায় না, একেবারে ফস্‌কায় না, একদম্ গায়ে এসে পড়ে ! অদ্ভুত ক্ষমতা !"

সাধুবাদ কিম্বা নিন্দাবাদ, যা করবার, বাদ না দিয়ে, মুক্তকণ্ঠেই করেছেন হর্ষবর্দ্ধন।

"ভারী অঙ্কের মাথা !" ভেবে-চিন্তে গোবরাও ওদের

সার্টিফিকেট্ দিয়েছে—"আমার মনে হয় কি, জানো দাদা?" পুনশ্চ যোগ করেছে সে—"অঙ্কের মাষ্টাররা মরলে ভূত হয় না কক্ষনো। আমার দৃঢ় প্রত্যয়।"

"ভূত হবে না তো কি হবে আবার? আঁকের মাষ্টার হলেও, তারাও মানুষ। বাঘ নয় তারা। বাঘের মত হতে পারে, কিন্তু বাঘ নয় তা বলে'! মানুষই বটে তারা, মানুষ ছাড়া আর কি? আর মানুষ মরলেই ভূত হয়। মর্‌বামাত্রই. তর্ সয়না। হতেই হবে। শাস্ত্রের বিধান!"

"উঁহুঃ।" গোবরা ঘাড় নেড়েছে—"আঁকের মাষ্টার মরেই কাক হয়। আমার ধারণা।"

সব দিক বিবেচনা করে' চুল-চেরা খতিয়ে, ভালো করে' ভেবে, দাদাকেও ঘাড় নাড়তে হয়েছে ভায়ের তরফে।

"হতে পারে, বিচিত্র নয় কিছু! এই অসম্ভব জগতে সবই সম্ভব! নইলে, ছুনিয়াকে চিড়িয়াখানা বলেছে কেন?" এই বলে, গোবরার অনুকূলে, তাঁর নিজের গবেষণার পঙ্কোদ্ধার প্রকাশ করতেও তাঁর বিলম্ব হয়নি।

"আরো কিসে বোঝা যায়, বুঝ্‌লি গোব্‌রা? অঙ্ক তারা নশ্বর জগতে ছেড়ে গেলেও, আতঙ্ক এখনো তেমনি জড়িয়ে আছে তাদের আচরণে। বাস্তবিক!"

এই বলবৎ কাকতালীয় প্রমাণের বিরুদ্ধে, আঁকের মাষ্টারদের স্বপক্ষে বিশেষ কোন সাফাই তিনি খুজে পান্‌নি।

চল্‌তে চল্‌তে একটা শাল-কাচিয়ের দোকান সাম্‌নে এসে

দাড়িয়েছে। গোবরা শালটা কাচিয়ে নেবার ইঙ্গিত করেছে, হর্ষবর্দ্ধন তাতে আপত্তি জানিয়েছেন—

"কি হবে কাচ্‌তে দিয়ে? বাড়ী গিয়ে খুলে ফেল্লেই হয়! রাস্তায় ফেলে দেয়াও চলে, কাউকে বিলিয়ে দেয়াই বা মন্দ কি?



একুশবার কাচতেই ত এই দশা—

তারপর একটা ভালো দেখে নতুন দেখে কিনে নিলেই হোলো! কাল্‌কেই আবার এসে পড়তে পারে সেই বৈজ্ঞানিকটা। আরো বেশী দামী দামী শাল নিয়ে কাল সকালেই এসে হাজির হবে হয়ত।"

গোবরা দাদার চেয়ে বিবেচক। সে বলেছে—"বাঃ, গায়ে

না দাও, চৌকিতে পারা চল্‌বে তো? বিছানার চাদর করতে দোষ কি? ক্ষতিই বা কি বলো?"

শালের-চাদর প্রস্তাবটা সোনার পাথর বাটির মতো, নেহাৎ অমনঃপুত হয়নি দাদার। তক্ষুনি কাচানোওলাকে ডেকে শালটা সম্প্রদান করে' ফেলেছেন—"কত লাগ্‌বে বাপু, আর কবে ফেরৎ পাওয়া যাবে বলতো ঠিক করে?"

"কালই সকালে দিয়ে আসব আপনার বাড়ীতে। ভালো আলোয়ান্ কিনা, কাচতে যত্নই লাগবে, কত আর দেবেন? টাকা দুই দিন্।"

"মোটে দু টাকা? এত টাকার জিনিষ কাচতে দু টাকা মোটে? বলো কি হে তুমি?"

গোবরাও অনুযোগ করে: "তাইত! দান করতে বসেছ নাকি মিঞা?"

মনিব্যাগ্ থেকে একখানা দীর্ঘকায় নোট্ বার করেছেন দাদাঃ "তা বেশ, তাই। আটানব্বইটা টাকা বার করো।"

"অত টাকা, গরীব মানুষ আমরা, কোথায় পাবো বাবু?"

"বাঃ, একশ টাকার নোট্ যে।" গোব্‌রা বিবৃত করেছে—"তাছাড়া খুচরো টাকা তো নেই আমাদের সঙ্গে।"

"তবে তোরটাও ওকে ধোলাই করতে দিয়ে দে না, কেন গোব্‌রা?"

"কিন্তু তাতেই আর কত বাড়বে বলো? চার টাকাই তো।" শালটাকে বগল থেকে বহিষ্কৃত করে গোবরা বলে।

"এই নাও এই শাল দুটো, আর এই নাও তোমার নোটখানা।" হর্ষবর্দ্ধন উপদেশ দিয়েছেন—"পঁচিশ বার করে' কাচবে প্রত্যেকখানা, তাহলেই একশ টাকা ফুরিয়ে গেল! এক পয়সাও ফেরৎ দিতে হবে না তোমাকে। চুকে গেল হাঙ্গামা! না—কি বলিস্ গোবরা? পঞ্চাশ বার করেই কাচবে নাকি? আরও একখানা নোট তাহলে দিয়ে দেব ওকে? পঁচিশ বারে কি যথেষ্ট পরিষ্কার হবে না বলে' তোর মনে হয়? না, পাঁচশো বার করিয়েই কাচিয়ে ফেল্‌ব একেবারে? য়্যাঁ?"

এক সঙ্গে এক গাদা নোটে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্রতিবাদ এসেছে কিন্তু শাল-কাচিয়ের দিক থেকেই, নিজেই সে আপত্তি করেছে, পঁচিশ বারের কাচাকাচিই সারাদিনে কুলিয়ে ওঠানো অসম্ভব, তার ওপরে আরো পঁচিশ—কিম্বা পাঁচশোর ধাক্কা বাড়লে, নেহাৎ অক্কার দিকেই পা বাড়াতে. বেমক্কাই মারা পড়তে হবে ওকে। অবশ্যি, তাতে করে' আরো বেশি পরিষ্কার হবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু এত বেশী নির্ঘাৎ যে, যাকে বলা যেতে পারে, একদম্ পরিষ্কার! ঢাকাই মসলিনের চেয়েও আরও সূক্ষ্মতর, হয়তো চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! শালও জখম্, সে নিজেও খতম্! আরো একশ টাকা, কি এক হাজার, এমন কি দশ হাজার টাকার নগদ মজুরিতেও সে কর্ণপাত করেনি, কানে আঙ্গুল দিয়ে, পিছিয়ে গেছে সভয়ে; হর্ষবর্দ্ধনের পরামর্শকে অবহেলা করেছে, একেবারে অকাতরেই। ভীষণ পীড়াপীড়িতেও, কিছুতেই অর্থগ্রহণে মুক্তহস্ত হতে রাজি করানো যায়নি তাকে।

অগত্যা, ক্ষুণ্ণমনে, অবশেষে, পঁচিশ বারের কড়ারেই রক্ষা করে' ফেলেছেন দুভাই। কী আর করবেন? ওঁদের অবশ্য আরো বেশী এবং তারো বেশী, পরিষ্কার দেখার কৌতূহল ছিল, কিন্তু মজুরিতে না পোষালে কারুকে খুব কড়াকড়ি করা চলে কি? তোমরাই বলো!

পরদিন প্রাতঃকালে, ওঁদের ঘুম ভালো করে' ভাঙতে-না-ভাঙতেই আবার তেমনি কড়া আওয়াজ শোনা গেছে সদরে। হর্ষবর্দ্ধন পাশ ফেরার প্রলোভন সম্বরণ করেছেন—

"সেই বৈজ্ঞানিকটা এসেছে বোধ হয় রে। সমাদর করে' নিয়ায়গে!"

"কিন্তু যাই বলো দাদা, কড়া-ধ্বনি কখনো চাটু হয় না।" যেতে যেতে টিপ্পনি কেটেছে গোবরা। "কড়াতে আর চাটুতে বহুৎ তফাৎ। যেমন লুচিতে আর রুটিতে।"

কিন্তু না, সে বৈজ্ঞানিক না, ভুলবশতঃ, বা দৈবক্রমে, নিতান্তই এসে পড়েনি সে। নিষ্কাম এবং অকর্ম্মার ধাড়ী, টাকাকড়ির অনাসক্তিতে প্রায় রামকৃষ্ণদেবের ভায়রা-ভাই, সেই শাল কাচিয়েই এসে হাজির!

"এই নিন্ বাবুমশাই আপনাদের শাল!"

এই বলে' ছোট-খাটো কিন্তু বেশ মোটা-সোটা, দুখানি রুমাল সে বার করে' দ্যায়।

"আর এই নিন্ ষোলো টাকা ফের্‌তা।"

"এই সেই শাল নাকি?"

. দু ভাই, বিমূঢ় হয়ে, গোলগাল সেই রুমাল দুটির দিকে তাকান্, আর, যতই তাকান্ ততই আরো তাঁদের তাক্ লাগে।

"য়্যাঁ? য়্যাতো খাটো হয়ে গেল কি করে?"

ভারী তাজ্জব ঠ্যাকে তাঁদের। এবং বিস্ময়ের ওপর আরো বিস্ময়—

"আর ফেরতা টাকাই বা কিসের?" সত্যি, তাঁরা হক্‌চকিয়ে যান্ ভয়ানক। "কিসের ফেরতা শুনি?"

ভয় খাবার কথাই। বেয়ারিং চিঠি থেকে আরম্ভ করে, বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয়, জীবনে অনেক কিছুই তাঁরা ফেরৎ পেয়েছেন—! এমন কি, রাস্তায় ভুলে ফেলে এলেও অচেনা লোকে বাড়ী বয়ে এসে পৌঁছে দিয়ে গেছে, কিন্তু টাকাকড়ি, কারু কাছ থেকে কখনো ফেরৎ পেয়েছেন এ রকম দুর্ঘটনা তাঁদের আদৌ স্মরণে পড়ে না।

"একুশ বারের বেশী কিছুতেই ধোলাই করা গেল না, তাই বাকী মজুরী ফেরৎ দিলাম মশাই!" শালকাচিয়ে বলে, দারুণ বিরক্তির সঙ্গেই বলে, "এ কী শাল বাবু আপনাদের, যতই কাচি ততই গুটিয়ে আসে, ক্রমেই কেমন জমে গিয়ে জড়ো হয়ে ছোট হয়ে যায়।"

"অবাক কাণ্ড তো! বলো কি হে?" শালের বেয়াড়া ব্যবহারে তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়েন।

"তবে আর বলছি কি মশাই! একুশ বার কাচতেই তো এই দশা, তাতেই এই রুমালে দাঁড়িয়েছে। আর বেশী কাচতে সাহস হোলো না, কি জানি, যদি ক্ষইতে ক্ষইতে খোয়া যায়

শেষটায়, ছোট হতে হতে হারিয়ে যায়, চোখের ওপরই অদৃশ্য হয়ে যায় একদম্! তখন আপনারা তো আমাকেই দুষ্‌বেন; নিজেদের আলোয়ানের দোষ তো দেখবেন না। বাড়ীর ছেলের দোষ আর কে দ্যাখে বলুন!"

"শালের এমন বদভ্যাস আর কখনো-দেখেচ কি?" গোবরার কৌতূহল হয়।

"কক্ষনো না। অবশ্যি কখনো-সখনো ধোয়ালে এক আধটু খাটো হয় বটে, হয়েই যায় এম্‌নিতেই, কিন্তু য়্যাদ্দুর—? না, বাবু, এ জন্মে দেখিনি। আর কি করেই বা দেখব বলুন? একবারে একুশ বার কাচবার সুযোগ তো পাইনি কখনো। যদিও—"

শালওয়ালা হঠাৎ চেপে যায়, কিছু বলে না আর।

"বলো! বলো! লজ্জা কি?" হর্ষবর্দ্ধন উৎসাহ দ্যান—"ভয়ই বা কিসের? বলো কি বল্‌ছিলে?"

"যদিও এটাকে সুযোগ না বলে' দুর্য্যোগই আমি বল্‌ব বাবু। কাল সারাদিন কি কম হয়রানি গ্যাছে! একজোড়া আলোয়ান কাচতেই গোটা দিনটা কাবার্! তবে একুশ বার একটা শাল কাচিনি কি? কেচেছি। কিন্তু সে একুশ বছর ধরে' কেচেছি। কাচতে কাচতে বুড়ো হয়ে গেছি—কিন্তু এরকম এক ধাক্কায় একুশ বার! ইয়া আল্লা!"

শালওয়ালা পরম করুণাময়কে ডেকে ফেলেছে। তারপরে সে চলে গেছে, আর বেশী কিছু না বলে', বিষণ্ণ-বদনে, কপালে

কুঞ্চিত রেখা নিয়ে। সেলাম না করেই চলে গেছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যপদেশে, যে-দুর্ঘটনা, যে-দুর্য্যোগের ঝড়, তার



“দুহাজার টাকার দু’খান্ রুমাল—বাঃ, বাঃ, বাঃ—!”

ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, তাতে ব্যাত্যাতাড়িত কদলী-পত্রের মতই কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। একদিনেই সে যেন অশীতিপর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে ; ওর কাচানো শালের মতই, কে যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ওকে।

"কেন এ রকমটা হোলো বুঝতে পেরেছি আমি—"হর্ষবর্দ্ধন বলেছেন অবশেষে, বিজ্ঞের মতই ঘাড় নেড়ে বলেছেন।

"কি তোমার আন্দাজ—শুনি ?" জিগ্যেস করেছে গোবরা।

"আন্দাজ করাকরি কি! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে চোখের সাম্‌নেই! শালকাচিয়ে এদের সঙ্গে ভালো ব্যাভার করেনি. আমি চোখ বুজেই বল্‌তে পারি। তাতেই লজ্জায় মর্ম্মাহত হয়ে এরা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।"

"লজ্জায় ? এই সব শালরা ?" বিস্ময়ে ভেঙে পড়েছে গোব্‌রা। "কেন, লজ্জা কিসের ?"

"নিশ্চয় খুব সস্তাদরের খেলো সাবান মাখিয়েছে এদের! খবরের কাগজে যে সব নামজাদা সাবান দ্যাখা যায়—পামোলিভ্‌ কি ভিনোলিয়া, মহীশূর চন্দন, কিম্বা খুব দামী কার্ব্বলিক সোপেও নিশ্চয় কাচানো হয়নি এদের। খেলো জিনিষে সস্তায় সার্‌তে গিয়ে শালদের সেরে ফেলেছে একেবারে।"

"তাতে কি এদের মানহানি হয়েছে তুমি বল্‌তে চাও ?"

"হবে না ? কোথাকার এরা বল্‌ দেখি ? আসামের শাল-বনের! কত দিনের বনেদী এরা! যুগ যুগান্তরের অরণ্যানী! সোজা নয়তো! এই সব মানী জিনিষের মর্য্যাদা রাখা হয়নি,

ভাটা সাবান মাখানো হয়েছে, চারধার থেকেই মাথা কাটা গেছে বেচারাদের! ভালো করেই কাটা গেছে। তাতেই লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। হবেই তো!"

আসল রহস্য অবগত হয়ে গোবরা তো খাপ্পা হয়ে ওঠে:

"এ তো ধোলাই করা নয়, এ যে আস্ত ধোলাই করা! মার্‌পিট্‌ই বলা যেতে পারে বরং। তুমি আগে বল্লেনা কেন দাদা? আমিও দিতাম ঐ লোকটাকে ধোলাই করে' এক্ষুণি।"

"শাল-দোশালার কাণ্ড! কে জান্‌বে বল্‌।" হর্ষবর্দ্ধনের গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠ।

"শালের কথাই বলো! দোশালা তুমি পাচ্ছ কোথায় আবার?" অন্য বস্তুর বিজ্ঞাপন শুন্‌তে প্রস্তুত নয় গোব্‌রা।

"কেন, পাচ্ছি না কেন? সাম্‌নেই পাচ্ছি। একজন হচ্ছে সেই বৈজ্ঞানিক, যে শাল জিম্মা দিয়া গেছে, আর একজন ইনি, এই শালকাচিয়ে, যিনি তার কিম্মা বানালেন! এই দুজনেই তো!"

হর্ষবর্দ্ধনের মুখে-মুখে ভাষ্য।

"যাকগে, যেতে দে। ভালোই হয়েছে! দু হাজার টাকার দুখান্‌ রুমাল—মন্দ কি আর এমন?"

হর্ষবর্দ্ধন ভেবে-চিন্তে খুসিই হন্‌।

"যা বলেছ দাদা! রাজারাজ্‌ড়াদেরও এমন দামী রুমাল নেই!" গোবর্দ্ধনও পুলকিত হয়ে ওঠে। "কী বলো?"

"রাজা জমিদার দূরে থাক্‌, লাট্‌বেলাট্‌দেরও নেই! ছোট

লাট্‌দেরও না। সম্রাট্‌দেরও না। সস্তা সাবানে কেচে শালটাকে একেবারে লাট্‌ করে' ফেলেচে লোকটা! ভালোই করেচে! মন্দ কি? বাঃ, বেড়ে হয়েচে! তোফা! ফাস্‌কেলাস্‌! বাঃ, বাঃ, বাঃ!"

হৃষ্ট-পুষ্ট লাট্‌ ছুজনকে, যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে তিনি দ্যাখেন, ততই তাঁর হর্ষধ্বনি উথ্‌লে উঠতে থাকে। থামে না আর কিছুতেই।

ধারেও কাটে, ভারেও কাটে !

ফ্যাসাদ্ আর কিছু না, এককড়ি ঘোষ ধার দিয়েছিলেন পাঁচ শো টাকা দেড়কড়ি ঘোষালকে। গুনে গেঁথে সব্‌লগ্ পাঁচশো।

দেড়কড়ি আশ্বাস দিয়েছিলেন—"সুদের জন্যে ভাববেন না, এককড়িবাবু। আপনি ঠিক-ঠিকই পেয়ে যাবেন মাস-কে-মাস। তার কোন ব্যত্যয় হবে না! ধার নিলেই সুদ দিতে হয়, ও আমার জানা আছে মশাই! রোগ হলেই ওষুধ, আর ঋণ করলেই সুদ—ইচ্ছে না থাক্‌লেও টানতে হবে, উপায় কি?"

এককড়ি এক গাল হেসেছিলেন। হাস্‌বেন না কেন? ওষুধ কখনো-সখনো তেতো হলেও, সুদ তো আর কখনই তেতো নয়! এক গাল হাস্‌বার পর একটা কথা তিনি বলতে গেছলেন: "তা যা বলছেন দেড়কড়ি বাবু! সুদ তো দেবেনই, নিয়মিতই দেবেন; কিন্তু ঐ সঙ্গে কিছু কিছু করে' আসলটাও…!"

"বিলক্ষণ! ঠিক যে-টি আশঙ্কা করেছেন,—" বাধা দিয়ে বলেছেন দেড়কড়ি: "ঐ হাঙ্গাম্ যা-কিছু তা আসলেই! আসলেই যত গোল মশাই! কত জোড়া জুতোরই সোল্ ক্ষয়ে যায় হেঁটে-হেঁটে। আসল আদায় করতে দস্তুরমতো সোল্-কোর্স্ দরকার এককড়ি বাবু! হেঁ—হেঁ হেঁ—!"—ইবদ্ধাস্ত দিয়েই দেড়কড়ি আসল কথাটার উপসংহার করতে চান্।

জবাব শুনে মুখ শুকিয়ে যায় এককড়ি বাবুর। এক পলকের মধ্যে তিনি সারা অন্তঃকরণ হাতড়ে ফ্যালেন, আপাদমস্তক অন্তরে-বাহিরে পই-পই করে খোঁজেন, কিন্তু না-তাঁর আত্মায়, না-তাঁর আত্মীয়ে, কোথাও এক কড়ার শক্তির সন্ধান তাঁর মেলে না। ভারী তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

দেড়কড়ি অভয় দ্যান্—"না, না, ঘাব্ড়াবেন্ না। আমি না মারা গেলে আপনার টাকা মরবে না। আর আমিই কি সহজে মারা যাব আপনি সন্দেহ করেন? কেন, লাইফ ইন্‌সিওর্ করিনি তো? এখনো করিনি! তবে? তবে মরব কেন? না না, ভয় নেই আপনার! কাপুরুষের মত আমি মরবনা! মরতে হলে, বীরের মতই, অনেককে মেরে তবেই আমি মারা যাব। ভয় খাবেন না আপনি।"

এককড়ি আরো কতখানি ভরসা পান এককড়িই জানেন।

"দেখুন এককড়ি বাবু, কন্যা আর অর্থ—সম্প্রদান করার পর আর ভাবতে নেই। তখন সে যার হাতে গেল তার জিনিস। তারপর শুধু তত্ত্ব নেবেন খালি—আদতে বেঁচে আছে কিনা

আস্লে! তা হলেই হোলো! আজকের দিনে মারা না যাওয়াটাই কি যথেষ্ট নয়, মশাই? নিজের ঘরে পুনরায় তাদের ফিরে পাবার প্রত্যাশা কদাচই করবেন—কি বলেন? হেঁ—হেঁ—হেঁ—" আরেক দফা দেঁতো-হাসি দেড়কড়ির।

চূড়ান্ত একটা রসিকতা আন্দাজ করে' এককড়িও উচ্চহাস্যে যোগ দিতে সচেষ্ট হন্, কিন্তু ভালো পেরে ওঠেন না। তাঁর বদন-মণ্ডলে, অতি কষ্টে-সৃষ্টে, যা বহিষ্কৃত হয় তা হাসি তো নয়ই, কাষ্ঠহাসিও না; হাসির নামমাত্রও কিনা সন্দেহ! গালে উঠে গালেই পর্য্যবসিত হয়ে যায়, পত্রপাঠ,—হাসির গালাগাল তাকে বলা যেতে পারে টেনে-হিঁচড়ে।

হাসির বাপান্ত করে' এককড়ি বাবু বলেন অবশেষে: "বেশ বেশ! যেমন পারেন, সুদটাই দিয়ে যাবেন মাসকে-মাস। তারপর যখন সুবিধে হবে আসলের কথাটাও ভুলবেন না যেন! কিছু কিছু করে' দিয়ে যেতে পারলে আপনারই তো ভালো মশাই! দেনাটা হাল্‌কা হয়ে যাবে কতো! নয় কি?"

"আরে মশাই, পাতলা হোলো কি, দেনার নামই গেল পাল্‌টে! শুধতে সুরু কর্‌লে কি তার নাম আর দেনা থাকে মশাই? তখন তো তার নাম হচ্ছে নে-না! বিলক্ষণ!"

আর এক প্রস্থ সুপ্রশস্ত হাসি প্রকাশ পায় তাঁর মুখে। এককড়ির ইচ্ছে করে টাকা পাঁচশো কেড়ে নিয়ে, হ্যাণ্ডনোট্‌টা ছিঁড়ে ফ্যালেন্ তক্ষুনি। এবং নিজের হাতের বিরাশী সিক্কের একটা নোটিশ—ইহাকে কদাপি ধার দেওয়া উচিত নয়—কিম্বা এধার

দিয়ে যাতায়াতই মারাত্মক—এই জাতীয় একটা ঘোষণা দেড়কড়ির অবারিত পৃষ্ঠদেশে সশব্দে সেঁটে দ্যান্ সেই দণ্ডে। বিজাতীয় রাগে এই রকমই প্রচণ্ড একটা প্রেরণা হতে থাকে তাঁর।

প্রথম কয়েক কিস্তি সুদ রীতিমতই দিয়ে যান্ দেড়কড়ি, যথানিয়মেই দ্যান্, কিন্তু তার পরেই তাঁর চাল্-চলন্ অনেকটা দাবাবোড়ের ধরণ ধরে। তার মানে, একটা কিস্তি সাম্‌নে এলেই তিনি সাম্‌লে নেন, নড়বোড়ে কোন অজুহাত (অর্থাৎ কিনা, লেম্ এক্‌স্‌কিউজ্) দিয়ে ঠেকান্, কিংবা অন্য কোন দাবাই দিয়ে দাবিয়ে দ্যান্। নিতান্ত না পারেন, পাশ কাটিয়ে কিস্তির মুখ থেকে সরে পড়েন!

এই ভাবে ক'মাস ধরে' কিস্তির সঙ্গে কেরামতির পর দেড়কড়ি একদিন আর পাশ কাটাতে পারেন না, পড়ে যান্ একেবারে এককড়ির সম্মুখেই।

"এই যে দেড়কড়ি বাবু! পাত্তাই পাওয়া যায় না আপনার! কটা কিস্তি খেলাপ হোলো খেয়াল আছে?"

"আছে বই কি মশাই! আছে বলেই তো ছাতার আড়াল দিয়ে সরে পড়ছিলাম! আপনার না হয় চক্ষুলজ্জা বলে' জিনিষ নেই, কিন্তু আমাদের—"

"আরে, রেখে দিন্ আপনার রসিকতা! আসল না দিতে পারেন, সুদটা তো মাসকে-মাস—"

"সুদের কথা আর তুল্‌বেন্ না! শতকরা ছত্রিশ টাকা হার,—টাকার পাহাড় যে হয়ে গেল মশাই! এই আফগানী রেট্ কি কেউ শুধতে পারে কখনও? বলেন কি আপনি?"



ঐসঙ্গে কিছু কিছু করে আসলটা

"নেবার সময় ভাবা উচিত ছিল আপনার।" দৃষ্টিটাকে যথাসম্ভব রোষ-কষায়িত করবার চেষ্টা করেন এককড়ি।

"নেবার সময় বেশী ভাবি নি, তাহলে কি আর নিতে পারতুম্? এখন দেবার সময় ভাবছি, ডবল করে' ভেবে নিচ্ছি।" বলেন দেড়কড়ি: "আর তা ছাড়া হয়েছে কি, ক-মাসই বা বাকী

পড়েছে বলুন ? মাস পাঁচেক ? মোটে পাঁচ মাস ? তার-কী হয়েছে আর ! এত ঘাব্ড়াচ্ছেন কেন ?"

"পাঁচ মাসের না দিতে পারেন এক সঙ্গে, এক মাসেরটা তো দিন্ !" এককড়ি বহুৎ নরম হয়ে আসেন।

"এই তো বেশ কথা, ন্যায্য কথা, কথার মত কথা ! কত সুদ হয় এক মাসের ? টাকা পনের ? টাকা পনেরই তো ? এমন আর বেশী কি ? দিয়ে দিলেই হয়, দিয়ে দেয়াই উচিত। দেয়াই তো যুক্তিসঙ্গত। নিন্ তবে—"

দেড়কড়ি পকেটে হাত ছ্যান,—নিজের পকেটে। দক্ষিণে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাঁ-পকেটে তাঁর হস্তক্ষেপ হয়, সেখানে ব্যর্থকাম হয়ে বুক পকেটে হাত ঢোকান্, সেখানে খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে' সোজা চলে যান্ ঘড়ির পকেটে। এককড়ির হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা—হাত বাড়িয়ে এবং দাঁত বাড়িয়ে।

অবশেষে বিস্তর অনুসন্ধানের পর একটি টাকা আবিষ্কৃত হয় ট্যাঁক্ থেকে। দেড়কড়ি সহাস্য হয়ে ওঠেন: "বাজার করতে বেরিয়েছেন, এই তো ? এই নিন্ টাকাটা, ভেট্‌কি মাছ কিনে বাড়ী চলে যান্। এ-টাকাটা আর হিসেবের মধ্যে ধর্‌বেন না, এ আপনাকে ভেট্ দিলাম মশাই, অমনিই দিলাম। নজরে পড়বার নজরানা। বাড়ী ফিরেই, বুঝেছেন কিনা, পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার পঞ্চদশ মুদ্রা, কিচ্ছু ভাববেন না—হেঁ···হেঁ—!"

এককড়ি একমাত্র মুদ্রার দর্শনমাত্র দাঁত তো সম্বরণ করেই ছিলেন, এবার টাকাটা হাতিয়ে অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করে

চলে যান্। বলে যান্ঃ “হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন এক্ষুণি, যেন আর লোক পাঠাতে না হয় আবার!”

তার পর, সেই যে দেড়কড়ি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন, আর দেখাই নেই তাঁর। লোক পাঠিয়ে, বালক পাঠিয়ে, নিতান্ত নাবালক-নিজেকে পাঠিয়ে, নাজেহাল্ হয়ে পড়লেন এককড়ি। এদিকে তাঁর পাওনা সুদ জমে জমে আসলের সঙ্গে এক হয়ে পেল্লায় এক পুঁজি হয়ে উঠল—প্রায় হাজার টাকার কাছাকাছি আর কি। হাত না ঝেড়েই পর্ব্বত করে' তুল্ল দেড়কড়ি!

এদিকে দেড়কড়ি কবিজনসুলভ উত্তরীয় নিলেন, শীতকালেও ছাতা মাথায় রাস্তায় বেরন—এমন কি, দাড়ি-গোঁফ রাখবেন কিনা ভাবতে সুরু করেছেন—এর বেশী আর কী করতে পারেন তিনি? তবু চাদরে-ছাতায় না কুলোলে, ঝাঁকামুটের অন্তরাল নিয়েছেন, এককড়ি এ-ফুটপাথে এলে উনি নিঃশব্দে ও-ফুটপাথে চলে গেছেন, ট্র্যামের এক গাড়ীতে টিকি দেখলে ঝাঁ করে গাড়ী বদ্‌লে ফেলেছেন, অবশেষে, তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে, একান্ত বাড়াবাড়ি দেখে বাড়ীটাও বদ্‌লে ফেল্লেন। এর বেশী আর কতটা দাবী করা চলে তাঁর কাছে? এককড়িরই না হয় নেই, কিন্তু তাঁর তো চোখের চাম্‌ড়া বলে' যৎসামান্য কিছু আছে! তবু তিনি তো যৎপরোনাস্তি করলেন—আর কী করবেন?

তার পরে, তার বহুদিন বাদে, এককড়ি একদা দেড়কড়িকে আবার পাক্‌ড়াও করলেন—পেল্লায় এক অদ্ভুত রকমে। প্রায় চুড়ামণি-যোগ আর কি! এককড়ি নাম্‌ছেন ট্রাম্ থেকে, আর

দেড়কড়ি উঠছেন সেই ট্রামেই। এককড়ির নামতে দ্বিধা হোলো। স্বভাবতঃই হোলো. নাম্‌তে-নাম্‌তে তিনি আর নাম্‌লেন না, অকস্মাৎ থামতে হোলো তাঁকে। এবং দেড়কড়ি ভাবলেন, তিনি উঠ্‌বেন কিনা, উঠ্‌বার কি খুব বেশী তাড়া আছে—বিশেষ করে' এই গাড়ীতেই ? এবম্বিধ আকস্মিক প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে।

তেমন কিছু জরুরী তাঁর বোধ হোলো না, উঠবার উৎসাহও দেখা গেল না বিশেষ ; তিনি আত্মসম্বরণ করে' নিলেন। অগত্যা এককড়িকেই নাম্‌তে হোলো এবং হঠাৎ কী একটা দারুণ প্রয়োজন মনে পড়ে যাওয়ায়, দেড়কড়ি উঠে পড়লেন সেই ট্রামেই। এক-কড়িকেও উঠ্‌তে হোলো। অনিবার্য্য ভাবেই ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

তার পর কিছুক্ষণ ধরে এককড়ি নামেন, আর দেড়কড়ি ওঠেন ; এবং এককড়ি ওঠেন আর দেড়কড়ি নামেন। অবশেষে গাড়ীশুদ্ধ যাত্রী, মায় কণ্ডাক্‌টার্‌ সবাই মিলে ধরাধরি করে ওঁদের দুজনকেই একসঙ্গে নামিয়ে দিয়ে গেল রাস্তায়।

চোখ পাকিয়ে আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় ? এককড়ি-কেই কথা বল্‌তে হয় : "শেষটা কি আদালতেই যেতে হবে, এই চান্‌ ?"

"আদালত !"

মজ্জমান ব্যক্তি কুটোর বদলে হঠাৎ গাধাবোট্‌ পেয়ে গেলে যেমন খুসী হয় তেমনি বিকশিত হয়ে উঠেন দেড়কড়ি : "ঠিক বলেছেন ! আমিও ক'দিন থেকে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম্‌ ! আদালত ছাড়া আর গতি নেই ! হ্যাঁ।"

"বোধ হয় ভুল করলাম জানিয়ে! ইন্‌সল্‌ভেন্সি নেবার মৎলব ফেঁদেছেন বুঝি?" এককড়ি আশঙ্কান্বিত।



শেষটা কি আদালতেই যেতে হবে এই চান্?

"হাজার টাকার জন্যে দেউলে হব? কী যে বলেন্ আপনি!" একগাল হাসি দেড়কড়ির। "হ্যাঁ, এক লাখ কি দেড় লাখ মার্‌তে পার্‌লে, আমাদের পাড়ার বক্কেশ্বর বাবুর মত, সেরকম কিছু লক্ষ্য-ভেদ কর্‌তে পার্‌লে তাহলে, হ্যাঁ, একটা কথা ছিল বটে। মানাত তাহলে।"

এককড়ি আশ্বস্ত হন্ যৎকিঞ্চিৎ : "তেমন কোনো দুরভিসন্ধি নেই ত ? জানেন্ ঠিক ?"

"রামোঃ ! আপনি নির্ঘাৎ নালিশ রুজু করতে পারেন্, কালই করে দিন্ না।" বলেন দেড়কড়ি—"আদালতেই আমার সুবিধে।"

"ইনষ্টলমেণ্ট পাবেন ভেবেছেন ? পূরো টাকাটার ডিক্রি নেব মশাই, সুদে আসলে, পূরো টাকা আদায় করব একসঙ্গে, তবে ছাড়ব আমি। আপনি বড্ড ভুগিয়েছেন আমায় !"

এই প্রথম, বহুদিন পরে, দেড়কড়ি চলে যান্ এককড়ির পাশ কাটিয়ে, ছাতার আড়াল না দিয়ে এবং ছুতো না করে'— অসঙ্কোচে এবং অকুতোভয়ে, বিনা-তীরবেগে এবং বীরদর্পে।

তার পর, আদালতেই দেখা হোলো দু'জনের।

এককড়ি 'মরিয়া' হয়েই এসেছেন, কিস্তির কড়ারে কিছুতেই তিনি রাজি হবেন না, হাকিমের কাছে সেইরকমই তাঁর আর্জি। কিস্তি দিয়ে মাসের পর মাস জের কুস্তি করবে কে ? কড়ায়-গণ্ডায় পূরো পাওনাটি একসঙ্গে তাঁর বুঝে-পাওয়া চাই ; একেবারে তিনি নাছোড়বান্দা। এর জন্য যতটা কড়া হতে হয়, যতখানি কড়াকড়ি করতে হয় এবং যতদূর লড়তে হয় তিনি প্রস্তুত।

দেখা গেল, দেড়কড়িও এ-বিষয়ে একমত, হুবহুব্. কিস্তির ব্যাপারে তিনিও ভীষণ গররাজি। দস্তুরমতই নারাজ। হাকিমের

বরাবর স্পষ্টই তিনি জানিয়ে দিলেন: "সহজ কিস্তির আবেদন আমার একেবারেই নয় হুজুর!"

তাঁর সাফ্ কবুল।

"তা হলে কি একসঙ্গেই দিয়ে দিতে চাও টাকাটা?" হাকিমের জিজ্ঞাস্য।

এককড়ির পুলকিত প্রতীক্ষা।

"আজ্ঞে, টাকা পরিশোধ আমার দ্বারা হবার নয়। আপনি ধরে' বেঁধে জেলেই পাঠিয়ে দিন্ আমায়। এই আমার বিনীত অনুরোধ।"

এককড়ির দাঁত কিড়মিড় করে। জেলে যাবে না হাতী! কেবল লেজে খেল্‌ছে দেড়কড়েটা!

দেড়কড়ির পুনশ্চ নিবেদন: "হুজুর, জেলেই আমি যেতে চাই। জেলে পাঠিয়ে এইসব বাঘা পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচান্ আমায় আপনি। কেবল দেখবেন, আমার বিহনে, আমার কাচ্চাবাচ্চারা যেন না খেতে পেয়ে মারা না যায়। দয়া করে' তার ব্যবস্থা কর্‌বার হুকুম্ হোক্ হুজুরের।"

হাকিম বলেন: "সেজন্যে তুমি ভেব না। সিভিল্ জেলে খোর্‌পোষ এবং মাসহারা তুমি পাবে বই কি। ফরিয়াদীর কাছ থেকেই পাবে। মাসিক একশ' টাকা হলে কি চল্‌বে তোমার?"

"কায়ক্লেশে।"

মুখ কাঁচুমাচু করে' বলেন দেড়কড়ি: "কষ্টে-সৃষ্টে চল্‌তে পারে কোন রকমে। তবে এর বেশী আমার চাই নে হুজুর।

এককড়ি বাবু আমার জন্যে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর বেশী ক্ষতিগ্রস্ত তাঁকে আমি করতে চাই নে।"

এককড়ি যখন নিজের উকিলের কাছ থেকে জান্‌লেন যে দেড়কড়িকে জেলে ঠেল্‌লে এই টাকার বরাদ্দটা তাঁকেই পোহাতে হবে, তখন প্রথম চোটে বেজায় রাগ হয়ে গেল তাঁর। চটেমটে বলেই ফেল্লেন তিনি: "হাজার টাকা তো গেছেই, আরও ছ'শ' যাক্, তবু ব্যাটাকে ঘানি টানিয়ে আমি ছাড়ব। দেড়-কড়ের তেল বের করে তবে আমার শান্তি! ওকে যদি জব্দ না করতে পারি তো আমি সাতকড়ির ছেলেই না।"

কিন্তু উকিল যখন জানালেন যে ঘানি তো নয়ই, বরং তাঁরই টাকায় তোফা আরামে বাহাল্‌-তবিয়তেই থাকবে দেড়কড়ি, তখন তিনি ভারী দমে গেলেন! কী যে করবেন ভেবেই পেলেন না। দারুণ একটা বৈরাগ্য, বীভৎস এক বিতৃষ্ণা ধাক্কা মারতে লাগল তাঁর বুকে। মানুষের মতিগতি, সংসারের গতিক-সতিক, বিচারকের নির্ব্বিচার, সর্ব্বোপরি নিজের জীবনের ওপর নিদারুণ এক ধিক্কার এসে গেল তাঁর। এই যদি লোকালয় হয়, এর চেয়ে জঙ্গলই ভালো তবে। বাঘ ভালুকরাই বেশী আপনার লোক! হ্যাঁ!

দেড়কড়ি বলেন: "অগাধ দয়া হুজুরের, যদি অধীনের সামান্য আর একটা অনুরোধ রাখেন ঐ সঙ্গে! যদি জেলেরই হুকুম্ দ্যান—"

আদালতের সবাই উৎকর্ণ, এককড়িও উৎকণ্ঠ—আরও কী হেরফের আছে বরাতে কে জানে!

"যদি জেলেই পাঠান্ তবে ন'মাস ছ'মাস নয়, পাকা পাঁচ বছরের জন্যেই আমায় পাঠাবেন। তার কমে আমার পোষাবে না হুজুর!" দেড়কড়ি বলেন: "ছাঁপোষা মানুষ আমি।"



"তার কমে পোষাবে না হুজুর—"

আদালতের মাটিতেই বসে পড়েন এককড়ি, মাথায় হাত দিয়ে। এক-আধ টাকা নয়, হাজার-হাজার টাকা—নিজের এবং পরের রক্তজল-করা টাকা! অর্থ-বিয়োগের ধাক্কা প্রাণবিয়োগের মতই দুঃসহ বোধ হতে থাকে তাঁর। নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

হাকিমের প্রশ্নের জবাব দিতে কোন রকমে তিনি ছু'পায়ে

দাঁড়ান: "আসামীকে হুজুর, সহজ কিস্তির সুবিধা দিতে রাজি আছি আমি। মাসিক পঞ্চাশ টাকা হলে আমার আপত্তি নেই।"

দেড়কড়ি ঘাড় নাড়েন—"উঁহু। পারব না হুজুর। একেবারে পারব না।"

এককড়ি আরও কিছু নামেন: "পঁচিশ টাকা?"

আধা-আধি নেমেও সাধাসাধি করতে নারাজ নন্ তিনি এখন।

"পেরে উঠব না হুজুর।" দেড়কড়ি বলেন: "পারতে গেলে মারা পড়ব।" দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে দেড়কড়ির।

"পনের টাকা?"

"উহু।

"দশ টাকা? পাঁচ টাকা? মাসিক আড়াই টাকা, দেড় টাকা?"

দেড়কড়ির সেই "উহু।" ভদ্রলোকের এক কথা যাকে বলে।

হাকিম তখন মাঝে পড়ে বলেন: "আপোষের মধ্যে মিটিয়ে ফ্যালো তোমরা। তুমিও কিছু ছেড়ে দাও, এবং তুমিও কিছু ছাড়—দুজনকেই আমি তাই বলি।"

"হুজুরের কথায় আমি রাজি, এক্ষুণি রাজি—"বলেন এককড়ি, "পাঁচ শ' টাকা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, সুদের পাঁচ শ', এই দণ্ডেই।"

খোদ্ আসলের পাঁচ শ' ফিরে পেলেই খোদা বলে' তিনি বাড়ী চলে যান্ খুশী মনেই!

এককড়ির মহানুভবতায় দেড়কড়ির হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাঁর চিত্ত বিগলিত হয়, নেত্র সজল হয়ে আসে। অশ্রুপ্লুতলোচনে

তিনি অগ্রসর হন্, আদালতের মধ্যেই জড়িয়ে ধরেন এককড়িকে। ভগ্নকণ্ঠে বলেন: "এককড়ি বাবু, আপনি এত উদার? এতই মহৎ আপনি? সত্যিই আপনি ছেড়ে দিলেন, অর্দ্ধেকই ছেড়ে দিলেন? তবে আমিও—আমিও অভদ্র নই, আপনার সদাশয়-তার মর্য্যাদা আমি রাখব। হাকিমের হুকুম্ও অমান্য করব না। আমিও—অমিও বাকী অর্দ্ধেক ছেড়ে দিলাম। আমিও পিছ-পা নই। আ মিও দিলাম ছেড়ে পাঁচ শো।"

তার পরে ওঁরা দুজনেই জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি যেতে লাগ-লেন্—সেই আদালতেই।

পিয়ানো-কেনার ফ্যাসাদ্ !

বঙ্কা এসে বল্লে, "পিয়ানো কিন্‌বি ? বেশ দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে। বেচে ফেল্‌ছে একটা সাহেব।"

"পিয়ানো !" আমি অবাক্ হয়ে যাই। "পিয়ানো কেন ? পিয়ানো কি একটা কেন্‌বার জিনিস ?"

"বাঃ, দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে যে ! বেচে ফেল্‌ছে—"

"হ্যাঁ, বুঝিচি। একটা সাহেব !" আমি বাধা দিয়ে বলি—"কিন্তু এত জিনিষ থাকতে পিয়ানো ? পিয়ানো কিন্‌তে যাব কেন ?"

"তা হলে কি কিন্‌বি ? আর তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না দাঁওয়ে এখন। আজকের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বিলেত চলে যাচ্ছে কি না, তাই বেচে ফেল্‌ছে—"

"শুনেছি শুনেছি। একটা সাহেব। সাহেবের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বেচতে গেছে। আমার কিন্তু বিস্তর কাজ।"

বন্ধু কিন্তু নাছোড়বান্দা। দাঁওয়ের জিনিষ কেন হাতছাড়া করা অন্যায়, কত দামী দামী জিনিষ, নামমাত্র মূল্যে, মিলে যায় দাঁওয়ের মাথায়, একটা দাঁও নষ্ট হতে দেওয়া কতখানি বোকামি —ইত্যাদি—সব কিছু আমাকে বোঝাতে থাকে।

সমস্ত শুনে টুনে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি: "কিন্তু ভাই, আমার তো কোনো দরকার নেই পিয়ানোর! বাজাতেও জানি না যে আমি!"

"বাজাতে আর কি! এম্‌নিতেই বাজে যে। চাবি টিপলেই হোলো। বেলো কর্‌তেও হয় না। কোনো হাঙ্গাম্ নেই, ঢের ভালো তোর ঐ হারমোনিয়মের চেয়ে। আর বাজনা? যা চাস্! বেহালার টুং টাং থেকে, গোরার ব্যাণ্ডের বাদ্যি—সব এক জায়গায় বসে শুন্‌তে পাবি। কি মজা বল্‌তো!"

"তাতো শুন্‌লাম, কিন্তু—"

"আর 'কিন্তু' না। দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে, বুঝছিস্ নে বোকা? দেরী করলে শেষটায় ভীড় ঠেলে পিয়ানোর কাছে পৌঁছানই যাবে না হয় তো! ফস্‌কে যাবে এমন দাঁওটা।"

আমি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠি: "কত দাম একটা পিয়ানোর?"

"তা কে জানে! তোর কাছে যা আছে সব নে সঙ্গে, আমিও নিয়ে এসেছি কুড়ি টাকা। ওতেই কুলিয়ে যাবে মনে হয়।"

বন্ধুবরের কুড়ি টাকা, এবং আমার বাক্স, বইয়ের মলাট,

বালিশের ওয়াড় এবং বিছানার তলা সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আরো গোটা সাতাত্তর যোগাড় হোলো।

বন্ধু বল্‌লে : "আর কিচ্ছু নেই ? জুতোর সুখতলার মধ্যে ? কি, আর কোথাও ? ঐ আলোয়ানটা ঝেড়ে দেখব ?"

"নাঃ ! এমন কি, ঐ ছাতাটার ভেতরেও যদি খোঁজো, কিম্বা, দাঁড়ি কামানোর বাক্সটাও হাতড়াও, একটা পাই পয়সারও সাক্ষাৎ পাবে না।"

"যাক্, ওতেই হয়ে যাবে। কতই বা দাম হবে একটা পিয়ানোর ? হারমোনিয়মের চেয়ে কতই বা বেশী হবে আর ? তা ছাড়া যদি সস্তাতেই না পেলাম তবে আর দাঁও কিসের !"

ইউরোপীয়ান্ য়্যাসাইলাম্ লেনের এক সাহেব,—বিজ্ঞাপনটা একেবারে বাজে নয়। ঠিকানাতে পৌঁছতেই সঠিক খবর পাওয়া গেল—বিলেত তিনি যাবেন কিনা বলা যায় না, তবে পিয়ানোটা তিনি বেচে ফেল্‌চেন সত্যিই। এবং আরও আমাদের সৌভাগ্য যে এখনো বিকিয়ে যায়নি, জলজ্যান্তই টিকে আছে জিনিষটা।

আমি বন্ধুর গা টিপি : "তুই যে বল্‌লি ভারী খদ্দেরের ভীড় হবে ? কিন্তু লোক কই আর ? আমরা ছাড়া তো আর কাউকেই দেখছিনে এখানে। একটা মাছিকেও না !"

"খোঁজই পায়নি। ক'জনই বা দাঁওয়ের খবর রাখে ! খবরের কাগজই বা পড়ে কজন ? আর আমার মত অমন বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে কেই বা পড়ে ?"

তা বটে ! আমি মনে মনে ঘাড় নাড়ি।

সাহেব আমাদের সঙ্গে করে', ড্রইং রুমে নিয়ে যান্, পিয়ানোর সঙ্গে মুলাকাৎ করিয়ে ছ্যান্। বন্ধু তো বেশ সাহসী হয়ে ওটার কাছে অবধি এগিয়ে যায়, এমন কি, ভরসা করে' ওটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে ছ্যায় পর্য্যন্ত।

আমাদের দুজনেরই পছন্দ হয়ে যায়, কিন্তু দাম শুনে তো চক্ষু চড়ক গাছ ! আড়াই হাজার টাকায় সাহেবের কেনা, এবং আন্‌কোরাই বল্‌তে হবে—এই কারণে আসল থেকে দুশো পঁচিশ মাত্র বাদ্ দিয়ে ছাড়তে তিনি রাজি আছেন। এমন কি, আর পাঁচ টাকা কমিয়ে দু হাজার দুশো কুড়ি করতে গেলেও কিছুতেই তিনি পেরে উঠবেন না, ঘোরতর-ভাবে, একথাও, স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আমাদের।

বন্ধু মুখ কাঁচু-মাচু করে বল্‌লে : "তাহলে সেলাম্ সাহেব ! পিয়ানো কেনা আমাদের হোলো না। কেবল পঁচাশি টাকা নিয়ে বেরিয়েছি আমরা। বাড়্‌তি একটা পয়সাও নেই আমাদের সঙ্গে !"

"জুতোর সুখ্‌তলাও দেখ্‌তে পারো।" আমি অনুযোগ করি।

"হ্যাঁ, কিচ্ছু আপত্তি নেই। একটা ফার্‌দিংও আর পাবে না।" বন্ধু যোগ করে : "অতএব তোমার পিয়ানোকেও সেলাম ! য়্যাণ্ড্ অল্‌সো আই থ্যাঙ্ক্ ইউ !"

ধন্যবাদটা দিলে, পিয়ানোর গায়ে হাত বুলাতে দেবার জন্যেই, বোধহয়।

"নো, নো ডোণ্ট্ গো—মিষ্টার্!" সাহেব এক লাফে আমাদের সাম্‌নে এসে পড়েন। "গিভ মি দি এইটি ফাইভ্ য়্যাণ্ড টেক্ ইয়োর্ পিয়ানো! টেক্ ইট্ রাইট্ য়্যাওয়ে!"



"বাঃ, দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে যে—"

বন্ধুর কানে ফিস্ ফিস্ করি—"খ্যাপা নাকি সাহেবটা? কাম্‌ড়ে দেবে নাতো? পালাই চ এখান থেকে।"

সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়! দু'হাজার দু'শো পঁচিশ থেকে, অযাচিতভাবে এক ধাক্কায়, ধপ্ করে' কেবলমাত্র পঁচাশিতে নেমে আসা এবং তার সঙ্গে, এ-পাড়াটার নাম, ইয়োরোপীয়ান্ য়্যাসাই-

লাম্‌ লেন্‌, যোগ করলে যা দাঁড়ায় তাতে সন্দেহ না হওয়াই অস্বাভাবিক।

বন্ধু কিন্তু ঘাবড়ায় না: "দাঁও কাকে বলে জানিস্‌ নে তো বোকা! সাহেবও একটা দাঁও পেয়েছে য়্যাদ্দিন পরে—ফস্‌কাতে রাজি নয় সহজে! দাঁওয়ের মাথায় কি লাভ-লোকসানের খেয়াল থাকে রে? কাণ্ডজ্ঞানই লোপ পেয়ে যায় তখন! দাঁও আর বলেছে কেন তবে?"

"কাজ নেই দাঁও-য়ে। কেটে পড়ি চল্‌।" আমি ওকে টানাটানি করি, "ভারি ভয় করছে আমার!"

"তোর কথাতেই আর কি!" বন্ধু বেজায় বেপরোয়া। "এই মোক্ষম্‌ দাঁওটা—মারা যেতে দিই আর কি তোর কথায়!"

আমি কি বলব ভেবে পাই না।

"বের্‌ কর্‌ তোর টাকা!" বন্ধু আর একদণ্ড নষ্ট করতে রাজি নয়—"যদি পালাতেই হয় পিয়ানোকে নিয়েই পালাবো!"

বন্ধুর প্ররোচনায় পড়ে নগদ পঁচাশি মুদ্রা বার করে', সাহেবের সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই, দাঁওটাকে আত্মসাৎ করলাম। এবং পাছে সাহেবের মতিগতি হঠাৎ বদ্‌লায় এই ভয়ে, কামড় খাবার আগেই, তক্ষুণি কুলী ডাকিয়ে পিয়ানোকে নিয়ে সরে' পড়্‌লাম সটাং।

কিন্তু পিয়ানোকে নিয়ে তো আর মেসে ওঠা চলে না, রাখাও চলে না বাসাবাড়ীতে, পাঁচজনের মধ্যে—কাজেই, মাসিক দশ

টাকা ভাড়ায়, কাছাকাছি পাড়ায় একটা কুঠুরি নিয়ে ওকে প্রতিষ্ঠিত করা হোলো।

এবং তার পরেই, আমরা সন্থ-পরিচিতের সঙ্গে আলাপ স্বরু করে' দিলাম। আমি একধারে বস্‌লাম, বঙ্কা আর এক ধারে— দু'খানা টুল্‌ নিয়ে দু'জনে—এবং দু'জনেই বাজাতে লাগলাম্‌ পুরো দমে।

বাজনা না তো, বাজ পড়া! সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে, দারুণ সোরগোল তুলে সে-একটা কিছু স্বরু হোলো বটে! স্বরের জগঝম্প যাকে বলে!

বঙ্কা বাজাতে বাজাতেই বলে, গলা বাজিয়েই বলে: "ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী আছে শুনেছিস্‌ তো? পিয়ানোয় সব কটা বাজে এক সঙ্গে। ওর কাণ্ডই ওই!"

"কী বল্লি? ছয় রাগ?" আমাকেও চেঁচাতে হয় ওর কানের কাছে—যা হট্টগোলে আওয়াজ, কথা শুন্‌বার যো কি! "একে আর রাগ বলে না, যাঃ। বরং ক্রোধ বলাই ঠিক। কী ভয়ঙ্কর রাগ রে বাবা!"

পুরাকালে স্বরাস্বরে মিলে সমুদ্রের সেই আছশ্রাদ্ধ পুরাণে পড়া গেছে, আর এ-কালে, একটিমাত্র বাদ্যযন্ত্রকে ঘিরে, তাদের সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব—সেই সাবেক্‌ যন্ত্রণা—পুনরায় যেন প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। স্বকর্ণেই কর্‌লাম।

বঙ্কা বল্‌লে: "খাসাই আছে জিনিসটা! একটা খদ্দের পেলে বেশ দাঁওয়ের মাথায় বেচা যায় আবার। তাড়াহুড়া না

করে' র'য়ে বসে' বেচতে পার্‌লে দর উঠ্‌বে অনেক। হাজার টাকায় কিন্‌তেও বেজার হবে না কেউ।"

হাজার টাকার কথায় আমার টনক্ নড়লো। বাস্তবিক, বোকা হলে কি হবে, বুদ্ধি আছে বক্কাটার। মাথা খাটিয়ে, দাঁওয়ের হিড়িকে, বেড়ে কিনেছে তো পিয়ানোটা! এখন বড়লোক বন্ধুদের একজনকে বেছে এটা গছাতে পার্‌লেই হোলো।

ওই রকম একটা দুরভিসন্ধি স্কন্ধে নিয়ে, বড়লোক বলে' নামডাক্‌ওয়ালা জনৈক বন্ধুর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

একেবারেই তো ফস্ করে' বলে ফেলা যায় না, গরজ দেখালে দর পাবো কেন? ঘুরিয়ে ফিরিয়েই কথাটা পাড়তে হয়।

"একটা কথা বল্‌ছিলাম ভাই। বল্‌ছিলাম কি, একটা পিয়ানো—"

বলা মাত্রই বন্ধুটি লাফিয়ে ওঠেন।

"পিয়ানো-কেনার কথা বল্‌ছ তো? বেশ ত, বেশ ত, ভালোই ত! বলো কি বল্‌বে?" বন্ধুটির দারুণ আগ্রহ দেখা যায়।

আমি বিস্মিতই হই: "পিয়ানো-কেনার কথাই যে, তুমি জান্‌লে কি করে'?"

"বাঃ, এতে অবাক্ হবার কি আছে? পিয়ানোর নাম কে না জানে? কার না কেন্‌বার সাধ? টাকায় পোষালেই তক্ষুণি কিনে ফেলে মানুষ! কেনই বা না কিন্‌বে? প্রত্যেক বড়-লোকের বাড়ীই পিয়ানো আছে যে! মাঝারী লোকদের

বাড়ীতেও 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' পাবে তুমি। উপর-চালাক্ ফ্যাসান্-বাজ্‌রাও অন্ততঃ ওপরের ফ্রেম্‌খানাও বাড়ীতে রেখেছে। পিয়ানোয় কতখানি মানুষের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দেয়, খবর রাখো তার?"

আমি ঘাড় নাড়ি। সত্যিই, এতখানি জানা ছিল না। গুণগরিমা জেনে ওকে গা থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে মায়াই করে।

অমন বনেদী জিনিসকে বেচে ফেল্‌তে, সত্যিই মন কেমন কর্‌তে থাকে। তবু, এর কাছে—এহেন সমঝ্‌দার, সজ্জন, গুণী ব্যক্তির কাছে—হতভাগ্য পিয়ানোটার ভালো দামই পাওয়া যাবে, আশা করে' ঈষৎ উৎফুল্লই হই।

"যা বলেছ মিথ্যে না, ভাই! তা দামটা তুমিই ঠিক করে' ফ্যালো, তুমি যা বল্‌বে তাই, তাতেই আমি রাজি। তুমি ওর দরও জানো, আদরও জানো।"

"না, না। সে কি হয়? তুমি একটা দাম বলো আগে, তার পর, আমার যদি না পোষায় আমি বল্‌ব তখন।"

"হাজার টাকা কি খুব বেশি হবে মনে করো?" অগত্যা আমিই বলি।

"বেশি? পাগল! একটা ভালো পিয়ানো কিন্‌তে কত পড়ে জানো? তার পরে তার পেছনে খরচা তো লেগেই আছে। আজ মেরামৎ, কাল পালিশ, পরশু আবার টিউনিং—পিয়ানো পোষা না হাতী পোষা! খরচা কত একটা পিয়ানোর!"

"কুলী খরচাই তো কুড়ি টাকা।" আমার অভিযোগ আমি

যোগ করি: "জানা আছে আমার। দশ জন কুলী লাগে—দু'টাকার কমে মাথা পাত্‌তেই রাজি হয় না কেউ।"

"ধুত্তোর কুলী-খরচা! পিয়ানো সম্বন্ধে তোমার কোনো আইডিয়াই নেই। হাজার টাকা বলাতেই তা বুঝতে পেরেছি—আর বল্‌তে হবে না।" বন্ধুটির আপাদ্‌মস্তক বিরক্তি প্রকাশ পায়।

"তা হলে—তা হলে—"

আমি ইতস্ততঃ করি। কী যে বল্‌ব ভেবে ঠিক পাই না। দামটা কম ব'লে ফেলা হয়েছে, যথার্থই; দু'হাজার, এমন কি আড়াই হাজার বল্লেও খুব বেশি বলা হোতো না, তাও নিঃসন্দেহ, কিন্তু বেমক্কা একটা কম দর—নিতান্তই মাটির দাম দেয়ার জন্যেই কি বেটপ্‌কা এই পায়াভারী খদ্দেরটা হাত ফস্‌কে যাবে? তবু, চারদিক্ খতিয়ে এবং অগ্রপশ্চাৎ বহুৎ বিবেচনা করে' খুব বেশি উপরে উঠতে সাহস পাই না, আম্‌তা আম্‌তা করে' বলি—"তা হলে—তুমি কি বলো তবে—দেড় হাজার?"

"হ্যাঁ, দেড় হাজার হলে, তবু খানিকটা মানায় বটে। ওটা সত্তের শো করে' ফ্যাল। তুমি নেহাৎ বন্ধু বলেই বল্‌ছি। কুলী খরচা টরচা—যা বল্‌ছ ও-সব আমার; তোমাকে দিতে হবে না। আমারই লোক গিয়ে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে। আন্‌কোরা নতুন জিনিস ভাই—একেবারে খাস্ বিলিতি খাসা পিয়ানো! দেখলে চোখ জুড়োবে আর শুন্‌লেই অজ্ঞান! বুঝলে, বন্ধু, সত্তের শো, এমন বেশি কিছু বলি নি'

বাজারে ওর দাম ঢের বেশি—প্রায় ডবল্ বলতে গেলে। তা, টাকাটা কি সঙ্গে এনেছ? ও! কাছে নেই এখন? তা, তা আর কি হয়েছে? তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে অবিশ্বাস করি নে। পিয়ানোটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর তবে। হাঁ, এখনই—এখনই



"গিভ মি দি এইটাফাইভ—"

ভালো। শুভস্য শীঘ্রং, দেরি করে লাভ কি? আমার সরকার যাচ্ছে তোমার সঙ্গে। তাকেই দিয়ে দেবে টাকাটা। না, না, ঘাবড়াচ্ছ কেন? পুরো দেড় হাজারই যদি এখন না পারো, তাতে কি হয়েছে? তুমি বন্ধুমানুষ, তোমাকে কি অবিশ্বাস করি? এখন

যা পারো তাই দিয়ে দিয়ো—হাজার, কি, সাত শো, কি, পাঁচ শো ? তাও পারবে না এখন ? একটা কথাই বল্‌ছ না যে ! বেশ যা পারো এখন, তার আর কি বল্‌ব ? চার শ' ? তিন শ' ? আড়াই শ ? দেড় শ ? পঁচাশি ? পঁচাত্তর ? তেপ্পান্ন—বাহান্ন ? —যা পারো এখন দিয়ে দেবে, তার পরে তোমার সুবিধেমত বাকীটা মাসিক কিস্তিতে যত মাসে পারো দিলেই চল্‌বে। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে কি আর অবিশ্বাস ?"

তার কথা না শুনে, আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ি। পড়বার পর আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াই না।

তারপর যে-বন্ধুর কাছেই যাই—কী বড় লোক, আর কী ছোট লোক—সেখানেই শুনি, তার নিজেরই, বা, তার কোনো এক বন্ধুর ভালো একটা পিয়ানো বিক্রির আছে। বেশ সস্তায় পাওয়া যাবে দাঁওয়ে। সবাই বেচতেই চায় পিয়ানো, কেন্‌বার লোক কেউ নেই। প্রত্যেকের পিয়ানোই চমৎকার, চূড়ান্ত, আর উপাদেয়—কেউবা সবে পয়সা খরচ করে আবার টিউনিং করিয়েছেন—বিক্রি করবার মৎলবেই অবশ্যি, কেউ বা বিক্রি করে সারানোর খরচা উঠবে কিনা সন্দেহ পোষণ করে তারপর আর সারাননি—তবে সামান্যই একটু খারাপ, সারিয়ে নিলেই নতুন হয়ে যাবে আবার।

এ সব দেখে শুনে পিয়ানো-বেচার আশায় ইস্তফাই দিতে হোলো। কিন্তু মাস মাস দশ টাকা করে পিয়ানোর ঘর-ভাড়া আর কাঁহাতক গোনা যায় ? এ-পর্য্যন্ত প্রায় তিনশ টাকা

গুণোকার দিতে হয়েছে সেটাও তো কম কথা নয়। কোথাও ঝেড়ে ফেল্‌বারও উপায় নেই, এম্‌নি পেলেও নিতে রাজি নয় কেউ—পিয়ানোটা যেন বুকে চেপে বসেছে আমার! ঝক্‌মারি তো যথেষ্টই হয়েছে—কিন্তু মাশুলের হাত থেকেও পরিত্রাণ দেখছি না কোনোদিকে। সিন্ধুবাদের পিঠে হিন্দুবাদের মত—এই নাছোড়বান্দাকে নিয়ে কী যে কর্‌ব ভেবেই পাইনে! ওর দিকে তাকালেই বুক কাঁপতে থাকে, ভাবতে গেলেই দম আট্‌কে আসে। পিয়ানো, না, একটা বিভীষিকা! বাপ্‌!

এমন সময়ে পাড়াগাঁ থেকে আমার মামাত ভাই এসে হাজির! কলকাতার কোন্‌ এক রেসিডেন্সিয়াল্‌ ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে, গোটা চারেক্‌ টাকা তার চাই। একটা চৌকি কেনার দরকার।

চার টাকা! কোথায় পাবো চার টাকা। মনের মধ্যেই হাতড়াই। চার্‌ চার্‌ টাকা। কম টাকা নয়। বালিশের ওয়াড়, পাপোষের তলা, সুট্‌কেশের খাঁজ-খোঁজ হাতড়ানো বৃথা। যেদিন থেকে পিয়ানো কিনেছি, একসঙ্গে চার টাকার মুখ দেখিনি, দেখলেও অনেকক্ষণ ধরে' দেখবার সুযোগ পাইনি। গল্প লিখে টিখে যখন যা পেয়েছি, দেখতে না দেখতেই ফুট্‌ কড়াই! পিয়ানোর বাকী ঘর ভাড়া গুণতে আর ওর চিকিৎসা আর হেফাজতে যে-টাকাটা ধার কর্‌তে হয়েছে তারই মোটা হারের সুদ্‌ শুধতেই সব নিঃশেষ।

অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে ফেলি: "টাকা—কি হবে? চৌকিই দেব তোকে। বাড়তি একটা চৌকিই রয়েছে

আমার। দিব্যি তোফা চৌকি! তার রং আর পালিশ দেখলে তাক্ লেগে যাবে তোর। তোর হোষ্টেলের বন্ধুদেরও। চৌকিই নিবি, চল্।”

নিয়ে গিয়ে পিয়ানোটা তাকে দেখাই। এতদিনে এটার একটা গতি-মুক্তি হোলো, তাহলে। হনুমান্ লক্ষ্মণকে দেখে গন্ধ-মাদন নামাতে পেরেছিল, আমিও এতদিনে একটা সুলক্ষণ দেখি।

অনেকক্ষণ ধরে সে এই অদ্ভুত বস্তুটিকে দ্যাখে, ভালো করেই দ্যাখে। দ্যাখেনি তো কখনো। কিন্তু দেখে টেখে মুখখানা কি রকম যেন করে। ভাবে বোধ হয়, এ আবার কি চৌকিরে বাবা! হয়ত মনে মনে, ওর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনাই করে। এক-বার সাহস করে' গায়ে হাতও ঠেকায়। কিন্তু কেমন যেন খুঁৎ করতে থাকে তবু।

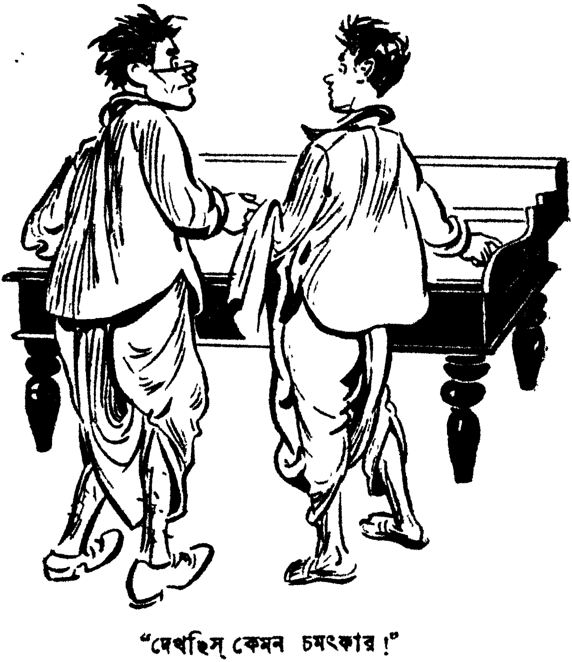
“দেখছিস্ কেমন চমৎকার!” আমি ওকে উৎসাহ দিই। “খুব দামী জিনস। জানিস্?”

ভায়া আমার নাক সিঁট্কোয়: “এ চৌকিতে আমার কাজ নেই দাদা। যেটা তোমার মেসে আছে, তুমি যাতে শোও, সেই-টাই আমায় দিয়ো বরং! ছেলেদের হোষ্টেলে দামী জিনিষ রাখা কি ভালো? আর, তা ছাড়া, তোমাকেই মানায় এই রকম জাঁদ্রেল্ চৌকি। তুমি হচ্ছ লেখক মানুষ!”

মামাত ভাই যে খাস্ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

মামাতো ভাইকে তারপর থামানো যায় না। তক্ষুণি সে,

মুটে ডাকিয়ে, আমার বিছানা নামিয়ে রেখে, মেসের চৌকিটাকে নিয়ে উধাও হয়। এক মুহূর্ত্ত আর দাঁড়ায় না, কি জানি সবল মুহূর্ত্তে যদি আমি 'না' বলে ফেলি আবার।



"দেখছিস্ কেমন চমৎকার!"

আর আমি? আমার কথা বলাই বাহুল্য!

এতদিন পিয়ানো ছিল আমার আশ্রয়ে, তারপর থেকে, আমি—আমিই তার আশ্রয় নিয়েছি। ওটাকে তাড়াবার

আর কোনো রাস্তা না পেয়ে, আমারই আস্তানা গেড়েছি তার ওপরে। ওর সঙ্গে কি দুর্ব্ব্যবহার করা হচ্ছে, বল্‌তে চাও? নাঃ, এ হচ্ছে আমার নোব্‌ল্ রিভেঞ্জ—মহৎ প্রতিশোধ! দস্তুরমতো নন্‌ভায়োলেন্স! নিতান্ত দায়ে ঠেকেই।

হর্ষবর্দ্ধনের চৌকিদারি !

হর্ষবর্দ্ধন এবং গোবর্দ্ধন দুভাই বেরিয়েছেন বাজার করতে। সামান্য যা তা কিনতে নয়, ঘর-জোড়া প্রকাণ্ড কেনা-কাটার ব্যাপারেই তাঁরা বেরিয়েছেন। একটা চৌকি কেনার দরকার।

হর্ষবর্দ্ধনের নিজের জন্যেই দরকার। গোবরার সঙ্গে এক খাটে শোয়া তাঁর পোষাচ্ছে না আর। ঘুমোলো কি দিগ্বিদিক্-জ্ঞান লোপ পেল গোবরার। কথায় বলে ঘুমন্ত না মড়া, কিন্তু ঘুমোলেই যেন গোবর্দ্ধনভায়া বেশী সজীব হয়ে উঠছেন। তখন তার হাত-পা-ছোঁড়ার বহর দ্যাখে কে! গোবর্দ্ধনের সঙ্গে গুঁতোগুঁতিতে পেরে উঠ্ছেন না হর্ষবর্দ্ধন। কাঁহাতক্ পারে মানুষ? সারারাত যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে, কিম্বা আত্মরক্ষার মহড়া নিয়েই কাটাবেন, তাহলে ঘুমোবেন তিনি কখন?

এই কাল রাত্রের কথাই ধর না কেন? বেশ ঘুমোচ্ছেন, অকাতরে, প্রায় মড়ার মতই, নির্ব্বিবাদেই ঘুমিয়ে যাচ্ছেন;

এমন সময়ে, বলা নেই কওয়া নেই, গোবর্দ্ধন তাঁর সঙ্গে মাথাঠোকাঠুকি বাধিয়ে বসেছে। গোব্‌রার ওই নিরেট্ মাথার সঙ্গে ঠক্কর্ লাগ্‌লে, ঘুম তো ঘুম, ঘুমের বাবা অবধি চুর্‌মার্ হয়ে যায়। হর্ষবর্দ্ধনেরও হয়ে গেল।

এক হাতে নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, অপর হাতটি তিনি বাড়িয়েছেন গোব্‌রার উদ্দেশে। নাঃ, ওটার কসে কান মলে দেয়ার দরকার — এক্ষুনিই, অযথা কালবিলম্ব না করেই। এবং কানটাকে বেশ বাগিয়ে ধরেছেন, হাতে-নাতেই পাক্‌ড়েছেন, যুতসই করে' মল্‌তেও সুরু করেছেন, কিন্তু গোবরার কোনো উচ্চবাচ্যই নেই অনেকক্ষণ! অবশেষে ঘুমের ঘোরেই তার আর্ত্তনাদ শোনা যায়ঃ আহ্‌!

আওয়াজটা আসে কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের পায়ের দিক থেকে।

হর্ষবর্দ্ধন চোখ বুজেই হাত বাড়িয়েছিলেন, কর্ণমর্দ্দনের জন্যে চক্ষুলজ্জার যে কোনো কারণ ছিল তা নয়, তবে কানমলা এমন কি কাণ্ড যে তার জন্যে আবার কষ্ট করে' চোখ খুল্‌তে হবে? এখন চোখ খুলে, এবং কেবল খুলে নয়, চোখ পাকিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখেন, কান মনে করে' এতক্ষণ প্রাণ-পণে গোবরার পায়ের বুড়ো আঙুল তিনি দলেছেন!

ভায়ের পদাঘাতেও তিনি ততটা অপমান-জ্ঞান করেননি, কিন্তু ভুলবশতঃ ভাইয়ের পদসেবা করে' ফেলে, তখন থেকে তাঁর মন খারাপ হয়ে আছে। সত্যিই, তিনি ভারী মর্ম্মাহত হয়ে রয়েছেন। কায়ক্লেশে কোনোরকমে রাত্রি কাটিয়ে, সকালে উঠেই তাঁর

প্রথম প্রতিজ্ঞা হয়েছে, খাট্ হোক্, পালঙ্ক হোক্, তক্তপোষ হোক্— নিদেন্ পক্ষে জল-চৌকি, এমনকি বেঞ্চি হয় সেও স্বীকার, নিজের আলাদা শোবার জন্যে একটা-কিছু ব্যবস্থা না কিনে আজ আর তিনি বাড়ী ফির্‌ছেন না! এমন কি যদি কেবল সিংহাসনই পাওয়া যায়, তাছাড়া সুলভতর সামান্যতর বস্তু এই কলকেতায় আর নাই মেলে, তবু তিনি পেছপা নন্, তা, যত টাকাই লাগুক্, আর যাই হোক্, তিনি মরীয়া আজ।

"ও-ধারের ওই দোকানটা ভারী সোর্‌গোল্ লাগিয়েছে, চল্‌তো দেখি গে, কী ব্যাপার!"

এই বলে' হর্ষবর্দ্ধন, ফুটপাথের কিনারায় এসে, রাজপথে পদক্ষেপের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গোবর্দ্ধনকে হস্তগত করতে চেয়েছেন।

গোবর্দ্ধন কিন্তু দাদার হাতে যেতে রাজি হয়নি। সে কি এখনো সেই ছোট্ট ছেলেটি রয়েছে নাকি যে বড়ো ভায়ের হাত-ধরা হয়ে রাস্তা পারাপার করবে? দাদার করায়ত্ত হবার পাত্র আর সে নয়। দাদার সঙ্গে করমর্দ্দন করবার গোবরার একেবারেই আগ্রহ নেই। হাত-ধরে যাবার চেয়ে হাতাহাতি করতে হয় সেও ভালো। আপত্তি করেছে সে, করবেই ত!

"আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি এক ছুটে, তুমি ছাখো না!"

"দাঁড়া দাঁড়া! এ তোর গৌহাটির রাস্তা পাস্‌নি, আসামের জঙ্গলও না যে চলে গেলেই হোলো? দেখছিস্ নে, চারদিকে কি রকম মোটর আর টেরাম্ আর দোতলা গাড়ী? একদম্ খোয়া যাবি যে! বিদেশে এসে বেহাত হয়ে বেঘোরে মারা

বৌদি কাছে থাক্‌লেই আমি ভয় কর্‌তাম নাকি? ভয় খাবার ছেলে নই আমি, কেউ ভয় দেখাতে পারেনা আমায়। তাহলে তোর বৌদির ওই জাঁহাবাজী গলা শুনেই ঘাব্‌ড়ে গিয়ে মারা যেতাম্‌ য়্যাদ্দিন্‌—হ্যাঁ!"

"কেন, বৌদির গান কি খুব মন্দ?"

"চেহারাই বা এমন কী খারাপ? কেবল দুঃখ এই, চোখ বুজে থাকা যায়, কিন্তু কানের পাতা বোজা যায়না কিছুতেই! গাইয়েরা ওইখানেই আমাদের মেরে রেখেছে!" হর্ষবর্দ্ধন হায় হায় করেছেন। "চল্‌, ভেতরে গিয়ে শোনা যাক্‌। টাকাতো আছে, বিস্তর টাকাই সঙ্গে আছে, কত করে' টিকিট্‌ কে জানে, যা লাগে দেওয়া যাবে'খন।"

দুভাই ভেতরে গিয়ে দুখানা চেয়ার দখল করে' বসেন। কেউ বাধা দিতে আসে না, টিকিট্‌ কিন্‌তেও সাধাসাধি করেনা কেউ। খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে গান শোনার পর হর্ষবর্দ্ধনের কান ক্ষান্ত হয়, দুটো কানই ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন তাঁর চোখ চল্‌কে ওঠে, দোকানের এদিকে-ওদিকে দিগ্বিদিকে পায়চারি সুরু করে' ছায়। দাদার কৌতূহলে বিচলিত হয়ে গোবরাও চারিদিকে তাকাতে থাকে, কিন্তু দেখবার মতো তেমন কিছুই চোখে পড়ে না তার।

"ওই যে রে! ওই ছাখ্‌! ওই কোণে রে!" হর্ষবর্দ্ধন সোৎসাহে বলেন: "যা কিন্‌তে বেরিয়েছি আমরা।"

গোবরা তাকিয়ে ছাখে, তাইতো, চমৎকার পরিপাটি একটি

শয়নব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলাতেই যেন কোণঠেসা করে' রাখা হয়েছে।

"বিলিতি চৌকি বোধহয়! কোন্ কাঠের কে জানে! কেমন রঙ্! কী চমৎকার পালিশ দেখেছিস্?"

"চৌদ্দপুরুষেও এমন চৌকি দেখিনি!" গোব্রার উদ্দীপনা অদম্য হয়ে ওঠে। অন্তর্গত উচ্ছ্বাস সে আর চাপতে পারে না। "চুয়াত্তর পুরুষেও না, দাদা!"

"একেবারে নতুন ফ্যাশানের! বিলিতি জিনিষ কিনা! পায়া-টায়া কিচ্ছু নেই, চারধার ঢাকা আবার! দেখতেও খাসা! তোর বৌদির চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। চল্, দাম করা যাক্।" বৌদির উপমাটা গোবরাকে খুসি করার জন্যেই দেয়া!

"এই জিনিষটার মূল্য কত মশাই?" দোকানীকে জিগ্যেস্ করেন তাঁরা।

"আড়াই হাজার।" দোকানী বলে: "আর আপনার বাড়ী পৌঁছে দেবার কুলী খরচা একশ টাকা। স্পেশাল্ কুলী লাগবে কিনা এর জন্যে—নিয়ে যাওয়ার ভারী হাঙ্গাম্ এসব।"

"আ-ড়া-ই হা-জা-র! বলেন কি মশাই?" গোবরা যেন গাছ থেকে পড়েছে: "একটা চৌকির দাম আড়াই—?" তার পর আর কথা বেরয়নি তার।

"যাতায়াত-খরচাও তো কম না।" হর্ষবর্দ্ধন বলেছেন: "রাহা খরচই য্যাতো?"

"রাহা-খরচ, না, রাহাজানি!" টিপ্পনি কেটেছে গোবরা।

হর্ষবর্দ্ধন নিজেকে সাম্‌লে এনেছেন। "বিলেতের আম্‌দানি—কি বলেন?" শুধু এই প্রশ্নটুকু করেছেন কেবল। তারপর তাঁর অনুমানসঙ্গত জবাব পেয়ে ওয়াকিবহাল্ হয়ে গোবরার চৈতন্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছেন তিনি: "তা এমন কি আর? তেমন কি বেশী?"—দম নিয়ে নবোদ্যমে লেগেছেন: "আড়াই হাজার বেশী কী এমন? খাস বিলেতের যে! লাটেরা শোয় এর ওপর! লাটেরা, সম্রাটেরা, সাহেবরা সব শোয় যে, দামী হবে না? একটু আক্রাই হবে বই কি!"

"ওই ধারের ওই ছোটো পিয়ানোটা যদি পছন্দ হয়—" দোকানী পুনরপি জানিয়েছে: "ওটা তেরশ টাকায় ছাড়তে পারি। মায়-মুটে খর্‌চা, সব।"

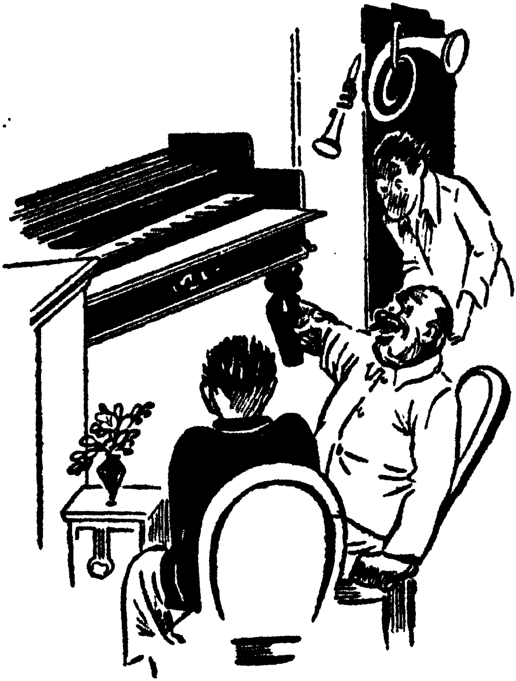
"নাঃ, জলচৌকিতে আমার কুলোবে না মশাই! আড়ে-বহরে শরীরটা তো দেখচেন? দীর্ঘ-প্রস্থ কি কম কিছু?" প্রশস্ত ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন হর্ষবর্দ্ধন। নিজের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত দুঃখ।

"এই বড়োটাই আমার চাই—এই নিন্ আপনার ছাব্বিশ শো! আজই পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু, রাত্রের আগেই যেন গিয়ে পড়ে, বুঝেচেন্?"

ছাব্বিশখানা নোট্ গুণে দিয়ে, বাড়ীর ঠিকানা জানিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেচেন তিনি। সহাস্যবদনেই ফেলেচেন।

সেদিন রজনীতে হর্ষবর্দ্ধনের আনন্দ দ্যাখে কে! তাঁর নিজের বিছানা পড়েছে সেই প্রকাণ্ড পিয়ানোটায়—সমস্ত ঘর জুড়েই জিনিসটার আড্ডা জমেছে, বল্‌তে গেলে।

হর্ষবর্দ্ধন আরামে গড়াগড়ি দ্যান্ তার ওপরে—"বাঃ, কী চমৎকার, কী চমৎকার, কী তোফা, কী তাজ্জব! আমার মতই



"ঐ যে রে! ঐ দ্যাখ্! ঐ কোনে রে!"

লম্বা চওড়া, বাঃ! আবার কত সব কারুকার্য্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে! খাস্ বিলেতের খাসা আজব জিনিস..."

চৌকির প্রশস্ততার সপক্ষে তাঁর প্রশস্তি আর ফুরোতে

চায়না সহজে : "ভারী সুখ হবে আজ ঘুমিয়ে ! সত্যি !"

গোব্‌রা অদূরে সাবেক্‌ খাটে ম্রিয়মান্‌ হয়ে শুয়ে থাকে। দাদার বিরহের আসন্ন সম্ভাবনা—(অত্য রাত্রে ঘুমের ঘোরে গুঁতোবার জন্যে আর কাকে পাবে ?‍!)—কিম্বা দাদার এই আনন্দের কলোচ্ছাস—কী তাকে বেশি কাতর করে বলা যায় না।

হর্ষবর্দ্ধনের পুলক ধরে না। লাটেরা শোয়, সম্রাটেরা শোয়, বড়ো বড়ো সাহেব-সুবোয় শুয়ে থাকে সেই দেবদুর্লভ চৌকি কিনা তারই পদতলে আজ ! তাঁরই দেহভার বহন কর্‌ছে সম্প্রতি ! সমস্তটাই আগাগোড়া সুস্বপ্ন বলে তাঁর সন্দেহ হতে থাকে ! বকুনি ক্রমাগত বেড়েই চলে :

"কাল সেই পাঁচ শো টাকার শালখানা কেচে এসে পড়লেই, ব্যস্‌ ! যেমন দামী আস্‌বাব, তেমনি তার দামী ঢাক্‌না চাই বইকি ! শাল-দোশালাতেই তো মুড়তে হবে একে ! তারপর আমায় পায় কে আর ! তখন আমিই বা কী আর ছোটো লাটই বা কী ! আমাদের ফরেষ্ট অফিসারই বা কোন্‌ ছার্‌ !"

যতই শোনে গোবরা ততই আরো মুমূর্ষু হয়ে যায় ; ঐ যৎসামান্য সেকেলে পদার্থটায় শুয়ে নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ বলে' তার ধারণা হতে থাকে। মুষড়ে গিয়ে ভারী সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে সে।

"গোবরা সেই পদ্যটা কী রে ? সেই যে—তুমি মোরে—তুমি মোরে—? আহা, সেই যে পাশের বাড়ীর ছোঁড়াটা পড়ছিল সেদিন চেঁচিয়ে ?"

"রবিবাবুর না কার ছড়া—নয় কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবিবাবুর। তা এমন খাটে গড়াগড়ি দিয়ে তোদের ঐ রবিবাবুর মেয়েলী পদ্য কেন, আমাদের মাইকেলের অমন দাঁতভাঙা গদ্যও গড়গড় করে পড়া যায়। আরামেই পড়া যায়। এম্‌নি খাটে শুয়েই তো পড়তে হয়, এখনই তো পড়বার সময়! বল্‌না কী পদ্যটা।" গোবরাকে তিনি পুনঃ পুনঃ তাগাদা লাগান্।

"কই, স্মরণে আসছে না তো!" সাধু ভাষাতেই সে বলে। মনে করে গাদা করতে গোবরার ছাই গরজ পড়েচে! ও তো আর কিছু সশরীরে স্বর্গে যায় নি! তার সদ্যগত দাদার মতো।

"নাঃ, কিচ্ছু মনে পড়ে না তোর! তোর মাথাটা বেজায় ফাঁকা, যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় সব। ভারী উজবুক্ তুই। আহা, সেই যে রে, সেই—তুমি মোরে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে!……তুমি মোরে করেছ সম্রাট্!"

কিন্তু তার বেশি আর একটা লাইনও তাঁর মনে পড়ে না, অগত্যা, বারবার, প্রায় বাইশ বার, সেই একটা লাইনই আবৃত্তি করে যান্। অবশেষে, আবৃত্তির উপসংহারে, আনন্দের আতিশয্যে পিয়ানোটাকে তিনি প্রণাম করে ফ্যালেন। দণ্ডবৎ তো হয়েই ছিলেন, কেবল উদ্দেশ্যে মাথাটা ঠেকান্—ঠেকান্ কিম্বা ঠোকেন্—মাথার বালিশেই,—তাঁর নিজের সাম্রাজ্যে,—তার জন্যে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না তাঁকে।

তারপর আবার সেই এক লাইনের পুনরাবৃত্তি সুরু হয় তাঁর। গোবরার অসহ্য হয়ে উঠে: "বাড়ছে না কেন ছড়াটা?"

কাব্য-জিজ্ঞাসা সে আর চাপতে পারে না : "কেবল তো তখন থেকেই একটা কথাই আওড়াচ্ছ! আর গৎ নেই নাকি?" বৈরাগ্যের চোটে বলেই বসে সে।

বাড়ছে না কেন, সেই তো তার দাদারও বক্তব্য। এবং জিজ্ঞাস্যও বটে। কিন্তু মনে পড়লে তো বাড়বে? তাঁর বেশ স্মরণে আছে সেই ছেলেটা আরো বেশি বাড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে অনেকখানিই বাড়িয়েছিল সে। কিন্তু তা একেবারে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়ে গেছে, অন্তরের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে একদম্। সে-সব পংক্তির একমাত্রাও মুখের চৌকাঠের এধারে আন্‌তে পার্‌ছেন না তিনি। কেন কে জানে, কি লজ্জায় অন্দর থেকে বৈঠকখানায় আস্‌তেই চাইছে না তারা। ভারি মুস্কিল ব্যাপার!

বহুৎ ভেবে-চিন্তে, রবিবাবুর সাহায্য না নিয়ে, এমন কি কবির তোয়াক্কা না রেখেই, একান্ত নিজের অধ্যবসায়ে, তিনি আরো একটু বাড়ান : "শুতে দিয়ে তোমার উপরে—তুমি মোরে করেছ সম্রাট্!"

"মিল্‌ছে না যে!" গোব্‌রার তথাপি অসন্তোষ থেকে যায়, "মিল্‌ছে কই? পদ্যরা সব মিলে যায় যে, সব্বাই জানে!"

"মিলিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি, দাঁড়া না।"

ভাইকে সবুর করতে বলে' নিজেকে কবুল করতে থাকেন তিনি। আবার তাঁর আন্তরিক প্রয়াস আরম্ভ হয়। প্রায় আধঘন্টা-ব্যাপী, বহু দুশ্চেষ্টা, বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়ার ফলে,—রবি-বাবুর, কি, গোব্‌রার, কিম্বা ও-বাড়ীর বখাটে ছেলে, কারু নাক-

ঢোকানোর অপেক্ষা না করে'—অন্য কারো বিনা-পৃষ্ঠপোষকতায়, সম্পূর্ণ আপনার যোগদানেই, নিজেই তিনি, নিজের অভ্যন্তর থেকে — (সেইটাই আরো বেশি আশ্চর্য্য ঠ্যাকে তাঁর !)— আরো একটা গোটা, বেশ মোটামোটা লাইনকে বাগিয়ে ধরে' সবলে বের করে আনেন। এবং আরো বেশি বিস্ময়কর, এবার ওরা গলাগলি মিলে যায়, আপ্‌না থেকেই, ছড়াদের যেমন বয়াটে দস্তুর, বালকসুলভ চাপল্যের চিরকেলে বদভ্যাস।

বাল্মিকীর মতো গর্ব্বিত হন্ হর্ষবর্দ্ধন। তাঁর 'মা নিষাদ' উচ্চারিত হয়,—"হে আমার খাট্ !···উঁহুঃ, একটা বিশেষণ দরকার, খাটের সঙ্গে খাটে, খাপ্ খায়, মানায়, এমন বিশেষণ··· হে আমার লাট্-করা খাট্ ! শুতে দিয়ে তোমার উপরে, তুমি মোরে করেছ সম্রাট্ !"

এরপর গোব্‌রা আর একটি কথাও বল্‌তে পারে না, একেবারেই মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তিন শো বারো বার, একাদিক্রমে, সেই তিন লাইনের বক্তৃতা শোন্‌বার পর তার চৈতন্য লোপ পায়। হর্ষবর্দ্ধনও নাজেহাল্ হয়ে নিজের হাল্ ছেড়ে দ্যান্, বেহালের মাথায় ঘুমিয়ে পড়েন অবশেষে।

হর্ষবর্দ্ধনের বপুর বিপুল চাপ ক্রমশঃ চৌকি-বেচারার কাঠের চামড়া দাবিয়ে, তার হাড়-পাঁজরায় গিয়ে লাগে। মাঝ রাতে যেম্‌নি না তিনি পাশ ফিরেছেন অম্‌নি না বাজনা সুরু হয়ে গেছে পিয়ানোটার। হর্ষবর্দ্ধনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, চম্‌কে উঠে বসেছেন তিনি,—একি ? ভৌতিক কাণ্ড নাকি ? নানাবিধ

সুমিষ্ট আওয়াজ আস্‌ছে চৌকির ভেতর থেকে। হ্যাঁ, চৌকির ভেতর থেকেই! আশ্চর্য্য!

ডাকাডাকি করে' তিনি গোব্‌রার ঘুম ভাঙিয়েছেন—"আরে, আরে, এই গোবরা! চৌকিটা বাজে যে রে! চৌকিটা বাজে?"

ভয়ানক হাঁক্‌ডাক চালিয়েছেন, গোবরার শক্ত ঘুম কি সহজে ভাঙে? কিন্তু ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঝনৎকার বেরিয়ে আসে: "বাজেই তো হবে! অত দামী জিনিষ কখনো বাজে না হয়ে যায়? ঠিকই হয়েছে!"

"আরে সে বাজে নয়, বাজছে যে! বাজনা লাগিয়েছে চৌকিটা! আপনা থেকেই! আশ্চর্য্য!" হর্ষবর্দ্ধনের বাক্য বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে।

এবার গোবর্দ্ধন ধড়মড়িয়ে বসে। তাই নাকি? য়্যাঁ? তাইত! দাদার লম্ফ-ঝম্ফ এবং চৌকিটার জগঝম্প সমান তালে চলেছে!

হর্ষবর্দ্ধন উৎসাহের বশে, বিছানার ইতস্ততঃ হাত পা ছুঁড়তে থাকেন, আর, এক-এক রকমের চমৎকার আওয়াজ বেমালুম্ বেরিয়ে আসে। বিলকুল্ ওর ভেতর থেকেই! চৌকির উচ্চবাচ্য আর ফুরোয় না!

"দেখছিস্? এর আগা-পাশতলাই রাগ-রাগিনী! এ কী?" ব্যাপার দেখে এবং বোলচাল্ শুনে হর্ষবর্দ্ধন তো হাঁ করে থাকেন।

"ভারি উপদ্রব বাধালো তো!" চৌকির সবরকম বক্তব্য শুনেটুনে, গোবরা পরিশেষে বিরক্তিই প্রকাশ করে: "ঘুমের দফা রফা! এ আর ঘুমোতে দেবে না কোনোদিন!" তার বদনমণ্ডলে বিকারের চিহ্ন দেখা যায়: 'এজন্মে তো না! যদ্দিন বেঁচে থাক্‌বে জ্বালিয়ে মার্‌বে।"

"বাবাঃ, কে জানত বিলেতের লোকেরা চৌকিতে শুয়ে বাজনা শোনে! এমন জান্‌লে কিন্তু কে! তা, তোর বৌদি পেলে খুসি হবে খুব! স্বর্গই পাবে হাতে। এতো চৌকি না, রশুন্‌চৌকি!"



"দেখ্‌ছিস্ এর আগাপাশ্‌তলাই রাগ-রাগিণী—"

সমস্ত খতিয়ে, সব কিছু বিবেচনা করে' অচিরেই তিনি উল্লসিত হয়ে ওঠেন, "না, এতে আর শোয়া নয়, শাল মুড়ে রেখে দিতে হবে কাল্‌কে। পরে একদিন সুবিধে-মত বাড়ী পাঠিয়ে দেব, রেলগাড়ী চাপিয়ে—তোর বৌদির জন্যে। ভারী সে গান-বাজনা ভালোবাসে। তার সঙ্গেই ঠিক খাপ খাবে, ভাব জমবে, পোষাবে এর। শোয়াকে-শোয়া গানকে-গান!' হাঃ হাঃ হাঃ! দুটোই বেশ হরদম্ চল্‌বে। হ্যাঁ।"

যতই ভাবেন ততই মজা পান্ হর্ষবর্দ্ধন।

তারপর সসম্ভ্রমে রশুনচৌকি ছেড়ে দিয়ে গোবরার খট্টাঙ্গে নিজেকে চালান্ করেন তিনি।

দাদাকে পুনর্মুষিক হতে দেখে গোবরা পুনরায় খুসি হয়। এমন কি, এজন্যে সে অনেকখানি কষ্ট করে' ফ্যালে, দাদাকে আশ্বাস দিয়ে, তক্ষুনি উঠে, এ-ঘরে ও-ঘরে দৌড়ে গিয়ে, সমস্ত বিছানার যাবতীয় বালিশ যোগাড় করে' আনে, তার সঙ্গে নিজের মাথার বালিশটারও ত্যাগস্বীকার করে। সবগুলো এক জোট্ পাকিয়ে দলবদ্ধ করে' তার আর দাদার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক পাহাড় বানায় সে।

"এই তো বেশ বারান্দা করে দিলাম, আর ভয় নেই দাদা! প্রাচীর ভেদ করে' আমার হাত পা চল্‌বে না তো, ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে তক্ষুনি।" গোবর্দ্ধন অগ্রজকে উৎসাহ দিতে চায়। "এবার তুমি অকাতরে ঘুমোতে পারো দাদা,—আর ভাবনা কি?"

হর্ষবর্দ্ধন পর্ব্বতের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেন্। সভয়েই নেন্, কেননা সেখানেও নিদ্রার খুব বেশি ভরসা তাঁর ছিল না। ঘুসি চালিয়ে পাহাড়ে ধস্ নামাতে গোবরার কতক্ষণ? গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম দেয়া শক্ত খুব,—সত্যিই; কিন্তু প্রাণ হাতে করে, ঘুমানোও কি খুব সহজ ব্যাপার?

হর্ষবর্দ্ধন ঠিক হর্ষিত হতে পারেন না।

অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ

আমার বাবা রেখে গেছলেন বাইশহাজার টাকা নগদ; আর একেবারে বড়োরকমের না হলেও, মেজ-রকমের একখানা বাড়ী। এই তাঁর স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তি—এ ছাড়া আমি। আমি ঠিক পৈতৃক-সম্পত্তির মধ্যে বিবেচ্য হব কিনা জানিনে, তবে, আমাকেও, তিনি রেখেই গেছলেন।

অবশ্য এখন আমি আর স্থাবর নই, অস্থাবরও নই—বরং আমাকে এখন যাযাবর বলাই উচিত। আমি এখন প্রায় যাবার মুখে।

বাবার থোক্ বাইশহাজার আর মেজ কিম্বা সেজ-রকমের একটা বাড়ী নগদ পেয়েও, আমি যে সুস্থ শরীরে, বাহাল্ তবিয়তে, এমনভাবে না খেতে পেয়ে মারা যাবো একথা কেউ কি ভাব্‌তে পেরেছিল?

কেন যে মারা গেলাম (অবশ্য এখনো ঠিক মারা পড়িনি যদিও) তবে কেন যে মারা যেতে বসেছি, তা এক অদ্ভুত রহস্যই আমার কাছে। কেবল আমার কাছে না—আমার বন্ধুদের কাছে, কলকেতার যাবতীয় ডাক্তারের কাছে,—রাস্তা দিয়ে যে লোক হন্তে হয়ে ছুটছে, তার যদি খবর কাগজ পড়ার বদভ্যাস থাকে, তার কাছেও।

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হলেও, খাদ্যের সঙ্গে বনিবনা করেই বেঁচে থাকে মানুষ। আমার বেলায় একটু শুধু ব্যত্যয় ঘটেছিল এর। একটুও শুধু!

তবে, অবনিবনা বল্‌তে, সাধারণতঃ যা বোঝায়, তেমন কিছু নয়—অবশ্যি!

খাদ্যের অভাব আমি বোধ করিনি কোনোদিন। প্রচুর খাদ্য পুঞ্জীভূত হ'য়ে থাকৃত আমাদের বাড়ীতে। স্বদেশী, বিদেশী, সর্ব্বদেশী খাদ্যেরা সমারোহ করে' শোভাযাত্রা করে' এসেছিল আমার জীবনে! বাবা তো বেঁচে থাক্‌তে খাদ্যের চূড়ান্তই করে' ছেড়েছিলেন! আমাদের রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আর খাবারঘর একরকম বিভীষিকাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বল্‌তে গেলে!

আর—খেলে, খেতে পার্‌লে, হজম কর্‌তেও পারতুম। গরহজমের গোলযোগ তো নয়ই, পৈটিক কোনো ব্যারামের বালাই পর্য্যন্ত ছিলনা।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, খাবার কথায় ভয়ই খেয়ে যেতাম দস্তুরমত। কোনো কিছু খেতে হ'লে এমন আমার খারাপ লাগ্‌তে থাকে যে আর কহতব্য নয়। কী সুখে যে লোক খায়—ঘণ্টায় ঘণ্টায় খায়, দিবারাত্রই খায় এবং প্রায় আমাদের গল্পের বইয়ের গোপালের মত যাহা পায় তাহাই খায়—সুযোগ পেলেই খায় এবং সখ করেই খায়, আমি তো তা ভেবেই পাইনা! আর আমি? খাবারের সঙ্গে আমার একেবারে আদায়-কাঁচকলায়! খাদ্যকে অন্তরঙ্গ করতে হ'লেই আমি গেছি!

বাবা বেঁচে থাক্‌তে তো, খাদ্যের কবলে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়েছে আমাকে—!

সকালবেলা, চোখ মেল্‌তে না মেল্‌তেই, বিছানার পাশে, ছোট্ট টিপয়ে, চা আর বিস্কুট এসে হাজির হয়।

ধূমায়মান চায়ের আবেদন নীরবেই আমি অগ্রাহ্য করি। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি।

তারপরে আসে ব্রেক্‌-ফাষ্টের তলব। বাবার সঙ্গে যোগ দিতে হয় মুখ-হাত ধুয়ে। কিন্তু আমার তরফের টোসট্‌, পোচ, ওভালটীন্ অবহেলায় পড়ে থাকে। উৎসাহই পাইনা আমি।

বাবা বলেন : "একটা অম্‌লেট্‌ করে' দেবে? দিক্‌না!"

"অম্‌লেট? না, থাক্।" খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করি। পৃথিবীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ি।

দুপুরে তো ফলাও রকমের ফলার! এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ যাকে বলে! বাবার সঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বস্‌তে হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ সব বাদ দিয়ে, স্বরবর্ণেরই সামান্য একআধটু, দু'এক চামচ চেখেই চট্‌পট্‌ উঠে পড়ি।

বাবা আফ্‌সোস করেন : "সবই পড়ে থাক্‌ল যে!"

"ওঃ, খুব খাওয়া হয়েচে!" প্রকাণ্ড এক ঢেঁকুর ওঠে আমার —"উব্‌-ব্‌-ব-বো—!" সঙ্গে সঙ্গেই উঠে যায় অম্‌নিতেই।

"ও-বাব্বা!" ঢেঁকুরের বহর দেখে বাবা নিজেকেই উচ্চারণ করে ফ্যালেন!

দু' ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার লাঞ্চ। ওজোর করে'

কাটাই : "দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি, এখুনি আবার "খেতে পারা যায় কখনো ?"

বিকেলের টিফিনের বেলা কিন্তু জোর করেই পাশ কাটাতে হয়। "ঘ্যাতো খাওয়া কি ভালো বাবা ? রাক্কোস্ বল্‌বে যে লোকে !"

"হ্যাঁ, বল্‌বে ! বল্‌লেই হোলো ! লোকের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই !" বাবা অবশেষে বলেন, "যা যা, একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আয়গে ! খিদে হবে তখন !"

বেরুতে না বেরুতেই বন্ধুরা এসে ছেঁকে ধরে। সবার মুখেই ঐ এক বুলি : "খাওয়া, ভাই, খাওয়া আজ !" "চল্, চাঙ্গোয়ায় যাই !" কিম্বা, "আমাদের মোড়ের রেঁস্তরাতেই খাওয়া যাক্ আজ, কেমন ? বেশ মটন চপ্ বানায় কিন্তু !"

খাওয়া-খাওয়া করেই দুনিয়াটা পাগল দেখছি ! কী খাব, কখন খাব করেই নাস্তানাবুদ ! এমন খারাপ লাগে আমার এক এক সময়ে—খেয়ে এরা কি সুখ পায় ? এক খোদাই জানেন্ !

কই, আমার তো খাবার ইচ্ছাও হয়না, ভালোই লাগে না খেতে। খাবার নাম কর্‌লেই জ্বর আসে, খেতে হ'লে ভয়ে কাঁপতে থাকি ! এক অ-খিদের কষ্ট ছাড়া—(সে-কষ্ট আমার নিজের চেয়ে আমার আশে-পাশের আর সবারই যেন বেশি আমার জন্তে,—বাবার তো বিশেষ করে' আরো)—অন্য কোনো কষ্টই নেই আমার। আছি বেশ।

বন্ধুদের নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুক্‌তে হয়। আমার সাম্‌নেই, ওরা অম্লানবদনে, ডিশের পর ডিশ, পোলাও আর রোস্‌ট্, কারি আর

কোর্ম্মা, চপ্ আর কাটলেট, ঝড়ের মত উড়িয়ে চলে। নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই নিঃশেষ! আর আমি এদিকে বসে' থাকি হাত গুটিয়ে—একদম্ কোনো প্রেরণা পাইনে ভেতর থেকে।



"সবই পড়ে থাকল যে!"

অবশ্যি, রেস্তর াঁর বিল্ আমিই মিটিয়ে দিই! তাতেই আমার আনন্দ—হ্যাঁ, তাতেই যা-কিছু!

একবার ওরা খাবার জন্য আমাকে খুব চেপে ধরাতে, চটেমটে চলে এসেছিলাম—সেদিন ওদের রাত বারোটা পর্য্যন্ত বাঁধা থাক্তে হয়েছিল রেস্তর াঁয়, সেখান থেকে ছাড়া পেয়েছিল

থানার দারোগার জিম্মায়। সেই থেকে আর ওরা আমাকে খেতে বলে না, পীড়া-পীড়িও করে না।

আমিও বেঁচেছি।

বেরিয়ে ফিরতেই বাবা বলেন: "বেশ্ খিদে হয়েছে তো? চন্‌চনে খিদে—য়্যাঁ? তখনি বলেছিলাম! বেড়ানো খুব ভালো ব্যায়াম! দু'বেলা বেড়াবি, তাহলেই খিদে হবে খুব! না বেড়ালে-চেড়ালে কি খিদে হয় কখনো?"

"খিদে হয়েই বা কী হবে! আর বেড়িয়েই বা হবে কী?"

"বাঃ, খিদে হ'লে খেতে পারবি। খেলে-দেলে গায়ে জোর হবে, বেড়াতে পারবি। আমি এই ঘরের মধ্যেই কত হাঁটি, রোজ কত মাইল্ পায়চারি করি! তবে তো খিদে হয়! বেড়িয়ে খাই আর খেয়ে বেড়াই—এই ঘরের মধ্যে বসে।"

"তোমরা তো খিদে খিদে করেই অস্থির, আমি তো বুঝতেই পারিনা খিদে না হলে কী হয়! তারজন্যে অত কষ্ট করে' দৌড়াদৌড়ি করতেই বা যাবো কেন?"

"বুঝ্‌বি, বুঝ্‌বি—বড়ো হ, বুড়ো হ আগে, তখন বুঝবি! এখন যা, জামা-কাপড় ছেড়ে আয়গে। ডিনারের সময় বয়ে' যাচ্ছে। খেতে বসা যাক্। দেরি করে' লাভ কি?"

বাথ্‌রুম্ থেকে বেরিয়ে, বলির পাঁঠার মতো খাদ্য-খাদকের সম্মুখীন হই। খাদ্য? তা সে কম নয় নেহাৎ! লুচি, পাঁঠা, দুধ, ক্ষীর, দই, রাবড়ি, পায়েস, সন্দেশ—কী নেই সে-তালিকায়? আর খাদক? তিনি স্বয়ং আমার পিতৃদেব। অবশ্য আমার খাদক নন, খাদ্য-জগতের।

উক্ত জগতের সৃজনে-পালনে অনেকের অধ্যবসায় আছে জানি; যোগাযোগ থাকাও সম্ভব। কিন্তু ওর ধ্বংস-কর্ত্তা হিসাবে বাবাকেই আমার একমাত্র সন্দেহ হয়। খাবার টেবিলে গিয়ে বসি, সভয়ে তাকাই বাবার দিকে।

এত খেতেও পারেন বাবা!—ঘণ্টায়-ঘণ্টায়ই খাচ্ছেন্! সঙ্গে-সঙ্গেই হজম! আবার খিদেও হচ্ছে বেশ! দেখতে না দেখতেই! আশ্চর্য্য!

বাবার অভিযোগ হয়: "কই, খাচ্ছিস্ কই? এই বল্লি, বেড়িয়ে এসে খিদে হয়েছে বেশ!—

"আমি কোথায় বল্লুম! তুমিই তো বল্লে!" আমি অভিযোগ করি।

খাবার সময়ে বাবার ঐ দু'একটি বাক্যব্যয় মাত্র, তাও গোড়ার দিকেই,—তারপরেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ে খাদ্যাখাদ্যের ওপরে। আমার প্রতি দৃষ্টি দেবার, কি, কথাবার্ত্তা অপব্যয় করবার আর ফুর্‌সৎ পান্‌না। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তবে, আমি যে নিতান্তই পিছিয়ে নেই, প্রায় সমতালেই তাঁর সঙ্গে এগুচ্ছি, কাঁটা-চামচের ঠুন্‌ঠুনিতে তাঁর কানকে মাঝে মাঝে জানান্ দিলেই চলে যায়।

রাত্রে বিছানায় শুয়েও নিস্তার নেই। বাবা প্রকাণ্ড দু'গেলাস্ হর্‌লিক্‌স্ নিয়ে, দশটা বাজতে না বাজতেই এসে পৌঁছবেন: "নাইট্-ষ্টার্‌ভেশন্,—ভারি সাংঘাতিক জিনিস! ভারী হচ্ছে আজকাল! রাত-উপোষে হাতী পড়ে যায় জানিস্! নাও, চোঁ চোঁ করে' মেরে দাও তো বাপু!"

এবার আর ঠনৎকারের দ্বারা আত্মরক্ষার উপায় নেই। বাবা, নিজের গেলাসে না তাকিয়েই, সোজা আমার দিকে চোখ রেখেই, দিব্যি ঢক্ ঢক্ করে' হর্‌লিক্‌স্ খেতে পারেন।

"কি বল্‌চ বাবা! ডিনার্‌ই হজম হয়নি এখনো, ও, নাইট্‌-ষ্টার্‌ভেশান্! উব-ব-ব-বো-ও-ৗ—!" বাধ্য হয়ে আরেকটা রাম-ঢেঁকুর ছাড়তে হয় আমাকে।

"যা-যাঃ! আর বৌকে ডাক্‌তে হবে না। অনেক ডাকা হয়েছে।" খেপে ওঠেন বাবা: "বিয়েই হোলো না তো বৌ! বুদ্ধি ছ্যাখ না ছেলের!"

আমি পান করি আর প্রতিবাদ করি: "বাবা জানো, কে একজন খুব বড় ডাক্তার বলেছেন, না খেয়ে মানুষ মরেনা, বরং বেশি খেয়েই মারা যায়। প্রায়ই মারা যায়, জানো?"

"ধুত্তোর বড়ো ডাক্তার!" বাবার জবাব হয়, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছ্যায় দেখিস্‌নি, নাইট-ষ্টারভেশন্—ভারী মারাত্মক! বিজ্ঞাপনের চেয়ে বড় ডাক্তার আছে নাকি? না খেয়ে—কি বল্লি? না খেয়ে মারা পড়ে কি লাভ? তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকা—ঢের ঢের ভালো। হ্যাঁ, ঢের ঢের! আমার মতে অন্ততঃ।"

বাবা মারা যাবার আগে, আমার খাবার এই প্রাত্যহিক ইতিহাস। তার পরের ব্যাপারটা এইবার বলি:

মর্‌বার প্রাক্কালে, বাবার শেষ বাণী—"ছ্যাখ্, খাওয়া-দাওয়ায় অবহেলা করিসনে। কদাপি না। খাবি। মাঝে-মাঝেই খাবি। সুযোগ পেলেই খাবি। খিদে হোক্ আর না হোক্! খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিস্‌নে, বুঝ্‌লি?"

চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে বাবাকে আশ্বস্ত করতেই হয়—"খাব বই কি বাবা! সুযোগ পেলেই খাব। ফাঁক্ পেলেই, ফুরসৎ হলেই খাব। কিছু ভেবনা তুমি।"

বাবা আমাকে আবার বোঝান্: "না খেলে-দেলে বাঁচবি কেন? না খেয়ে কি বাঁচা যায়? ছাখ্, এত খেয়েও আমি মারা গেলাম! দেখ্ছিস তো!"

"আমি মরব না—কিছুতেই মরব না—ভয় নেই তোমার" ভরসা দিই বাবাকে। "তুমি দেখে নিয়ো।"

"তা যদি নিশ্চিত থাক্তুম্ তবে তো নিশ্চিন্তে মরতে পারতুম্! আমিই চলে যাচ্ছি, কে আর এর পর ধরে-বেঁধে তোকে খাওয়াবে!"

এবং তারপরেই বাবার অন্তিম দীর্ঘ-নিশ্বাস।

বাবা গতাসু হবার পরেই, উঠে পড়ে লাগি আমি। নাঃ, বাবার চরম আদেশ রাখতেই হবে আমায়। বাবার কথায় রামচন্দ্র সোজা বনেই গেছলেন, আমি না হয় পেটুক বনে' যাবো—এ আর এমন বেশি কি? যেমন করেই হোক্, খেতেই হবে আমাকে,—কসে' খাব, গিলে খাব, ধরে খাব, কোঁৎ কোঁৎ করে' খাব, বিনাবাক্যব্যয়ে খাব, হন্যে হয়ে খাব, হস্ত-দন্ত হয়ে খাব, তেড়ে ফুঁড়ে খাব, ধস্তা-ধস্তি করে খাব। হ্যাঁ, খাবই—তাতে প্রাণ থাক্ আর যাক্।

কিন্তু খাব কি ছাই, খিদেই নেই আসলে। মরীয়া হয়ে খেতে বসি, কিন্তু হায়, খিদেই হয়না আমার।

খাবার অনিচ্ছা যদি বা কোনোরকমে দূরীভূত করলুম, খাবার

সদিচ্ছা জাগে কই ? মহা মুস্কিল তো !

কলকেতার বড় বড় ডাক্তার এল আর গেল—কেউ কিছু কিনারা করতে পারলেনা।

ভারী রাগ হয়ে যায় আমার ! খাই, না খাই, সে আমার খুসি—কিন্তু খিদে হবে না কেন ? খিদের আপত্তি কিসের ? বাধাটাই বা কোন্‌খানে ? সবারই খিদে হয়, মানুষ-মাত্রেরই হয় —জানোয়াররাও বাদ যায় না,—আমি কি তবে একটা জন্তুর মধ্যেও গণ্য নই ?

রাগ থেকে আসে বৈরাগ্য ! দূর্, যখন মানুষের মধ্যেই নই, ইতর-প্রাণীর মধ্যেও না,—তখন ইতর-ভদ্রের যে-সবে দরকার, আমার কী দরকার তাতে ? কী হবে এই বাড়ী-ঘরে, এত টাকাকড়ির ? পয়সার কী প্রয়োজন আমার ? খেলে তো পয়সা খরচ, আর, খিদেই পায় না আমার—নাম-গন্ধই নেই ওর !

ধুত্তোর ! এক মুহূর্তে সমস্ত দানখয়রাৎ করে' ফেলি। বাড়ীখানা দিয়ে দিই কোনো অনাথ-আশ্রমে। আর নগদ যা-কিছু এক নামজাদা মঠের সেবাশ্রমে—তাঁদের নিজেদের সেবার জন্যে।

ব্যস্, এইবার নিশ্চিন্তি ! পকেটে নেই একটা পয়সা, পেটে নেই ধান্দা। সটান্ এক পার্কে গিয়ে উঠি। হ্যাঁ, পার্কেই। দিনের বেলাটা ঘুরে ফিরে, হাওয়া খেয়ে, আর রাত্রে, ওখানকারই এক বেঞ্চে ঘুমিয়ে, এখন থেকে বেশ আরামেই কেটে যাবে আমার।

হ্যাঁ, মিথ্যে নয়, হাওয়া যথার্থই একটা খাদ্যের মধ্যেই। বিনেপয়সায় এন্তার্ মিল্‌লেও লোকে কেন যে এত খরচপত্তর

করে,' এত তোড়জোড় করে,' এত সোরগোল করে,' এমন ঘটা করে' এদেশে-সেদেশে এই জিনিস খেতে দৌড়য় বুঝতে পারি এখন। এক রাত্রে বায়ুভোজনেই কেমন যেন ফুর্ত্তি



"কী খাওয়া হচ্ছে ও?"

লাগে! ভারী হাল্‌কা, ঝরঝরে মনে হয় শরীর! বাঃ, বেশতো! বেশ মজাই তো!

কিন্তু, রোদ্ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেটের মধ্যে একটা যাতনা বোধ করি। কেমন একটা সূচীভেদ্য যাতনা! পেটের মধ্যে যেন ছুঁচ ফুট্‌ছে টের্ পেতে থাকি।

সলিল পাতায় করে' কী যেন চাখতে চাখতে পার্কে আসে। সলিল আমাদের পাড়ার, ভারী খাদ্যবাগীশ ছেলে! হরদম্ই তার মুখ চল্‌ছে, ভরদম্ই চল্‌ছে।

আমি লোলুপ দৃষ্টিপাত করি ওর দিকে — "কী খাওয়া হচ্ছে ও?"

"আলু-কাব্‌লি। খাবেন?" ওর নিস্পৃহ নিমন্ত্রণ।

"দেবে? তা, দাও একটু। খেতে পারব কি? দেখি।"

নিই একটুখানি। বাঃ, বেশ তো খেতে! দিব্যি খেতে,— খাসা,—"কী বল্লে? আলু-কাব্‌লি? চমৎকার জিনিস্ তো! আছে আর?"

"উঁহু।" পাতাটা চট্‌পট্ চেটে নিয়ে সে বলে: 'খাবেন? আন্‌ব আরো? তবে দিন্ একটা পয়সা। মোটে একটা দেবেন? চারটেই দিন। অনেকখানি হবে।"

পয়সা! হায়, পয়সা আমার কই! যখন পয়সা ছিল, তখন কি জান্‌তুম যে এমন সব উপাদেয় খাদ্য আছে এই পৃথিবীতে! খাবার ইচ্ছাই ছিলনা তখন, সন্ধানও করিনি। সলিল তখন উদয় হয়নি আমার জীবনে।

"না,—থাক্। খেলে আবার হজম্ করতে পারব কিনা কে জানে।"

"কী যে বলেন! খেলে আরু খিদে পায়। আরু খেতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি—অসুখ করেনা পর্য্যন্ত—" আলু-কাবুলির ওকালতি থামতে চায়না ওর।

আমি পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ি, এবারে সহরের হাওয়া খেতে। মাঝে মাঝে মুখ বদ্‌লে না নিলে চল্‌বে কেন? একরকম হাওয়া কি ভালো লাগে সব সময়ে?

আমার সেই ভূতপূর্ব্ব বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যেতেই, পুরণো দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হয়। প্রকাণ্ড একটা বর্ত্তনে, একগাদা হল্‌দেগুঁড়ো নিয়ে ভারী দলাই-মলাই লাগিয়েছে সে।

"পাঁড়েজি, ও কী বানানো হচ্ছে?"

"সাত্তু, বাবুসাব্!"—বস্‌তে পিঁড়ি দিয়ে সে বলে। আমি বসি।

"সাত্তু! সে আবার কি জিনিস্! কী কর্‌বে ও দিয়ে?"

"আপনারা যে-কে ছাতু বোলেন, হাম্‌লোক্ ও-কেই সাত্তু বোলে বাবুজি!" দারোয়ান্‌জী প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে' ছায়। প্রাণ-জল-করা ব্যাখ্যা!

"ছাতু! সেতো ছাত থেকে পড়লেই হয় জানি!" আমি অবাক হই। "আর ছাতু হলেই মানুষ আর বাঁচে না। তক্ষুনি মারা যায়।"

"মানুষ মোর্‌বে কেনো বাবুজি? কোতো কোতো লোক খেয়ে বেঁচে আছে এই সাত্তু। কেত্‌না আমীর ওম্‌রাভি!"

"বলো কি! তোমার ও-কি খাবার জিনিস নাকি? বটে?"

"আল্‌বোৎ খাবার জিনিস্। বহুৎ উম্‌দা চীজ্! আপনি তো খাবন্ না, আপনাকেতো ভুখ না লাগে, নেহি তো হামি আপন্‌কে দিতম্ আরাসে। খাইয়ে দেখতেন্!"

"না, না—খাবনা কেন? নতুন জিনিস খেতে কার না সখ হয়? বেশ, দাও একটু। খুব অল্প করে'—জানো তো আমার খিদেই হয় না একেবারে। তার ওপরে অগ্নিমান্দ্য হলে' বাঁচব কি আর?"

প্রথমে একটু চাখি। বাঃ, বেড়েতো! আলু-কাব্‌লির চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়। তারপরে আরো একটু—বাঃ,—দিব্যি! উম্‌দাচীজ্ই বটে, আমীর-ওম্‌রাদের অপরাধ কি,—নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না তাদের।

ক্রমশঃ ওর সমস্ত খোরাটাই ফাঁক্ করে' আনি, খোরাই পড়ে থাকে। এতক্ষণে পেটের সেই অদ্ভুত জ্বালাটারও যেন অনেকখানি লাঘব হয়ে আসে। আরো ভারী ভালো লাগ্‌তে থাকে।

বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে পড়ি। এঃ, আজ এ কী হয়েছে আমার! খালি খাবার ইচ্ছা করছে, যা দেখ্‌ছি সাম্‌নে, আশেপাশে, দোকানের হাতায়, হকারের মাথায়—ছেলেপিলেদের হাতে পর্যান্ত।

এরকম তো আমার করেনা কোনোদিন! শ-খানেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরুতে পার্‌লে দুনিয়ার খাদ্যসম্ভার আর আমার পকেটের ভার এতক্ষণে হাল্‌কা করে ফেল্‌তে পার্‌তাম্! কিন্তু, হায়, কানাকড়িটাও ট্যাকে নেই আজ।



"খাওয়া ত পড়েই আছে ! গদাম—"

এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে উঠি: "আমাকে কিছু খাওয়া ভাই !" -বলেই ফেলি অকাতরে।

"হ্যাঁ, তুই আবার খাবি! তুই খাস্ নাকি!" অম্লানবদনেই সে বলে: "তোর নাকিআবার খিদে পায়! হুঁ:!"

বন্ধু আমাকে সন্দেহের চক্ষে দ্যাখে।

"ভারী খিদে পেয়েছে ভাই—সত্যি বলছি তোকে।"

"বল্‌লেই হোলো!" সে আমায় হেসে উড়িয়ে দ্যায় "হ্যাঁ, কোনদিন তোকে খেতে দেখলুম না, তুই আবার খাবি! যাঃ! ঠাট্টা করছিস্, বুঝেছি!"

দ্বিতীয় আরেক বন্ধুকে পাকড়াই ফিরতি-পথে। অনুরোধের উপক্রমেই সে বলে' ওঠে: "খাবি? এইত কথা? তা, বল্লেই হয়! খাওয়া তো পড়েই আছে! গদাম্—গদাম্—গুম্—!"

আমার পিঠের উপর ওর খাদ্যের অকাল-বর্ষণ সুরু হয়। একেবারে অখাদ্যই!

তারপর আর কোনো বন্ধুকে উপরোধ করিনা। অবারিত পৃষ্ঠদেশ নিয়ে, সে-কথা ভাবতেই ভয় খাই। সোজা ফিরে আসি আমার আস্তানায়। আমার পার্কে!

এসে জলবায়ু সেবন করি। কিন্তু কেবল জলবায়ু সেবা করে' কতদিন—কতক্ষণ আর টেকা যাবে কে জানে! খাদ্য-হিসেবে হাওয়াই যথেষ্ঠ কিনা, এ বিষয়ে স্বভাবতঃই আমার সংশয় জাগে এখন। মনে হয় বেশিদিন—কিম্বা বেশিক্ষণ বিলম্ব নেই আর, চূড়ান্ত খাদ্যই খেতে হবে আমাকে। খাবিই খেতে হবে হয় তো!